খবরের ঘণ্টা

শুধুই ইতিবাচক ভাবনা

প্রজাতন্ত্র দিবস

- দেশপ্রেমিক রবিঠাকুর
- শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরা
- ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস স্মরণে
- নেতাজির মতো দেশপ্রেমিক কি আর ভারতবর্ষ পাবে

TERAI NURSING
INSTITUTE
TERAI NURSING INSTITUTE
APPROVED BY WBNC & INC
"কন্যাশ্রী" ছাত্রীদের
STUDENT CREDIT
CARD মাধ্যমে GNM
NURSING COURSE
এ ভর্তি করান এবং নারী
শিক্ষার বিস্তার ও নারী
ক্ষমতায়ন এ একটি বলিস্ট
পদক্ষেপ গ্রহন করুন
Free Addmission in
Nursing GNM Course
Contact us for more information
99331-76656
www.terainursing.com

2025 ADMISSION NOW OPEN

BITS TRAINING CENTRE, SALBARI, DIST. DARJEELING

Our offered courses :

•Vocational •Theology

•HM •Social Work

and other Regular and Distance courses

Facilities

- Classroom
- Library
- Canteen
- Computer

Apply now!

Contact us : +91 96143 02436, 7479811364

With best compliments from :

SACHITRA GROUP OF COMPANIES

MANUFACTURING :

- TARAI FOUNDRY WORKS PVT.LTD
  M.S. STRUCTURALS & WIRE NAILS
- SACHITRA ROLLING MILLS PVT.LTD.
  M.S. ROD M.S. FLATS &
  TORKARY BAR

MANUFACTURING :

- SACHITRA STEEL INDUSTRIES (P) LTD
  GREEN TEA FACTORY
- CHOUDHURY TRADE & INDUSTRIES
  HB WIRE, BLACK WIRE, WIRE NAILS
- SACHITRA FOUNDRY & WIRE INDUSTRIES
  C.I. CASTING

AGRICULTURE :

- BASANTA AGRICO-
  PLANTATION PVT.LTD.

RETAIL :

- PAUL AUTOMOBILES
- M&C IRON STORES
- VIBGYOR ENTERPRISE

SILIGURI INDUSTRIAL ESTATE

SEVOKE ROAD,SILIGURI - 734001

74777 17100,01,02,03, 04,05,06,09, E-mail : mcislg2009@gmail.com

খবরের ঘন্টা

RNI NO WBBEN/2015/69355

Monthly Magazine

Vol. VIII Issue-05

1st January-31st January 2025 REPUBLIC DAY

অষ্টম বর্ষ-সংখ্যা-০৫ প্রজাতন্ত্র দিবস ১২ই মাঘ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

জানুয়ারী ২০২৫ প্রজাতন্ত্র দিবস

উপদেষ্টামণ্ডলী ঃ জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী), ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক), গৌতমবুদ্ধ রায়, মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী), তরুন মাইতি (সমাজকর্মী), রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক), দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ), সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী), ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ), নির্মল কুমার পাল (সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব), ভারতি ঘোষ (প্রখ্যাত টেবিল টেনিস প্রশিক্ষক), সামসুল আলম (শিক্ষক), বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী), সাজু তালুকদার (সমাজসেবী, বীরপাড়া), নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী), ভাস্কর বিশ্বাস(সিভিল ইঞ্জিনীয়ার), অশোক রায় (পন্ডিচেরী), শিবেশ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী, বিধাননগর, শিলিগুড়ি), পুস্পজিৎ সরকার(শিক্ষক), ডঃ রঘুনাথ ঘোষ (অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), অনিন্দিতা চ্যাটার্জী (আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি, সঙ্গীত শিল্পী), সোনালি সামন্ত (রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত নার্স, বানারহাট) , ডঃ রতন বিশ্বাস (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), ডঃ গৌরমোহন রায় (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটো, বীরেন চন্দ (সম্পাদক, উত্তরধ্বনি পত্রিকা), সজল কুমার গুহ (সম্পাদক, আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সমিতি, শিলিগুড়ি শাখা), কমলেশ গুহ (সমাজসেবী, দ্য হিমালয়ান আই ইন্সটিটিউট), নন্দিতা ভৌমিক (বাচিক শিল্পী), সোমা দাস (শিক্ষিকা), পাঞ্চালি চক্রবর্তী (সঙ্গীত শিল্পী), প্রিসকিল্লা ইলোরা লাকড়া (সমাজসেবী, শিলিগুড়ি)

দাম ঃ ২০ টাকা

Editor : Bapi Ghosh
Sub Editor : Arpita Dey Sarkar
Cover : Sanjoy Kumar Shah
Laser Typing : Bapi Ghosh

Owner Bapi Ghosh, Printer Bapi Ghosh, Publisher Bapi Ghosh, Published from Matrivilla, Arabindapally Siliguri & Printed from Media Zone, Hakimpara (Ashrampara), Siliguri, Editor Bapi Ghosh

সম্পাদক ঃ বাপি ঘোষ। স্বত্তাধিকারী ঃ বাপি ঘোষ কর্তৃক মাতৃ ভিলা, অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত এবং মিডিয়া জোন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি থেকে মুদ্রিত।

KHABARER GHANTA
Aurobinda Pally, Siliguri
e-mail : bapighosh300@gmail.com
Mobile : 98320-64424, 96418-59567 (Whatsapp)

এই পত্রিকায় প্রকাশিত যাবতীয় বিজ্ঞাপনের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপনদাতার, দায়িত্ব পত্রিকার নয়। পত্রিকার লেখকদের মতামত নিজস্ব
সম্পাদক ঃ খবরের ঘন্টা।

সূচীপত্র

কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা........মুসাফীর...............০৩
অবসর নিয়েও দেশের সেবায় কাজ করি..কমল কুমার বসাক......০৫
এখনও খেলা নিয়ে আছি.......................সোমা দত্ত...................০৬
দেশপ্রেমের ওপর স্বামী বিবেকানন্দের কিছু বাণী.......................০৭
প্রজাতন্ত্র দিবসে দেশপ্রেমের ভাবনায় অনুষ্ঠান..নির্মল কুমার পাল.........০৮
মহাকুম্ভ..........................অশোক রায়......................................১০
সারা বছর ধরেই দেশ সেবায়.....................নবকুমার বসাক.......১২
শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরা....................ধনঞ্জয় পাল.....................১৩
২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস স্মরণে................বিপ্লব সরকার.....১৪
হৃদয়ে জায়গা দিন.....................গণেশ বিশ্বাস..........................১৫
সাধারণতন্ত্র দিবসে বিশেষ অনুষ্ঠান..........পূজা মোক্তার............১৫
দেশপ্রেমিক রবিঠাকুর.....................কবিতা বনিক....................১৬
নেতাজির মতো দেশপ্রেমিক কি আর ভারতবর্ষ পাবে..সুব্রত দত্ত..১৭

ঃ কবিতা ঃ

মানুষ ভুলতে বসেছে স্বাধীনতার স্মৃতি................কবি চন্দ্রচূড়....১৮
এনো না দেশে কলুষতা....................গোপা দাস.....................১৮
স্বাধীনতার অর্থ খুঁজি.....................মুকুল দাস...........................১৮
নির্ভীক নেতাজি.....................অসমঞ্জ সরকার..........................১৯
স্মৃতিতে মহাত্মা...................তন্ময় ঘোষ.................................২০
নেতাজি....................সজল কুমার গুহ.......................................২০
অবাঞ্ছিত....................রিয়া মুখার্জি...২০
ভারতবর্ষ....................অশোক পাল...২১

ঃ প্রতিবেদন ঃ

কেন আমরা নদী বাঁচিয়ে রাখবো, প্রকৃতিপাঠ শিবির..................২১
আমার আমিত্ব যে কত ক্ষুদ্র তা বুঝতে একটু আকাশ দেখুন মন দিয়ে...২২
দেশাত্মবোধের ভাবনায় মুরলীগঞ্জ হাইস্কুল..বাপি ঘোষ.......................২৩
কেন আমরা নিয়মিত নদী পুজো করবো? শিলিগুড়িতে মহানন্দা আরতি অব্যাহত...২৫
দেশ প্রেমের ভাবনায় আইসিএইচঅফআর..............................২৬
দিল্লির জাতীয় যুব উৎসবে পুরস্কৃত শিলিগুড়ির মুনমুন সরকার...........২৭
তরাই বিএড কলেজে প্রকৃতিপাঠ শিবির.......................................২৭
জাতীয় স্ট্রেংথ লিফটিংয়ে চ্যাম্পিয়নস অব চ্যাম্পিয়ন শিলিগুড়ি শর্মিষ্ঠা লাহিড়ী, স্বামীজি স্মরণ...২৮
ফিটনেস ফার্স্ট বার্তাকে সামনে রেখে খড়িবাড়িতে ম্যারাথন দৌড়..২৮
বিশ্ব কবির ভাবনাকে সামনে রেখে শিক্ষার মাধ্যমে গ্রামীন উন্নয়নে চলছে অসামান্য প্রয়াস, ষষ্ঠতম প্রতিষ্ঠা দিবসে তরাই ইন্টারন্যাশনাল স্কুল...২৯
তরাই বিএড কলেজে বার্ষিক উৎসব...৩১
বাড়ির ছাদে কি ফল ফুলের বাগান করতে চান? গাছেদের কম্পাউন্ডার খুঁজছেন...৩২

খবরের ঘন্টা এখন শুধু প্রিন্ট মিডিয়াতেই নেই, খবরের ঘন্টা রয়েছে বিভিন্ন সোস্যাল মিডিয়াতেও।

You Tube Link :
https://youtube.com/@KHABARERGHANTA
Facebook Page Link :
https://www.facebook.com/slgkg/
Google Web Portal :
www.khabarerghanta.in

অমৃত—কথা

অপরের দোষত্রুটি দেখিয়া বেড়ানোতো আমাদের কাজ নয়। উহাতে কোন উপকার হয় না।এমন কি ওইগুলির সম্বন্ধে আমরা চিন্তাও যেন না করি। সৎ চিন্তা করাই আমাদের উচিত। দোষের বিচার করিবার জন্য আমরা পৃথিবীতে আসি নাই। সৎ হওয়াই আমাদের কর্তব্য।

-স্বামী বিবেকানন্দ।

সম্পাদকীয়

দেশপ্রেম

প্রতি বছর ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন। আবার ২৩ জানুয়ারি নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মদিন। ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস। এই বিশেষ কিছু গুরুত্বপূর্ন দিনকে সামনে রেখে আমাদের খবরের ঘন্টা ২৬ জানুয়ারির প্রাক মুহূর্তে দেশপ্রেম সংখ্যা প্রকাশ করে আসছে। এবারও তা প্রকাশিত হচ্ছে।

দেশপ্রম কাকে বলে তা যদি ভালো করে জানতে হয় তবে আমাদের পরাধীন ভারতের ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকাতে হবে। দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করতে একের এক এক বিপ্লবী এবং মনিষীরা আত্মত্যাগ করেছেন। দেশ থেকে অত্যাচারী ব্রিটিশকে তাড়ানোর জন্য তাঁরা নিজেদের স্বার্থের কথা চিন্তা করেননি। তাঁদের মধ্যে মেধা বা প্রতিভা কম ছিলো না। তাদের মেধা বা প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে তাঁরা বড় বড় পদে চাকরি করতে পারতেন। নিজের সম্পদ বৃদ্ধি করতে পারতেন। কিন্তু তা তারা করেননি। নেতাজির কথা চিন্তা করুন। ব্রিটেশের অধীনে চাকরি করবেন না বলেই তিনি চাকরির প্রস্তাব গ্রহন করেননি। নেতাজিতো বটেই পরাধীন ভারতে বহু বিপ্লবীকে আমরা খুঁজে পাই যারা নিজেদের কথা কখনো চিন্তা করেননি। আজকের স্বাধীন ভারতে আমরা সেইরকম ত্যাগী ও শক্তিমান পুরুষকে দেখতে পাই না। আজকের ভারতে যে মেধা বা প্রতিভা নেই তা কিন্তু বলা যাবে না। প্রচুর মেধা বা প্রতিভা রয়েছে আজকের ভারতে। বিজ্ঞান, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে আজকের দিনেও অনেক মেধা বা প্রতিভা রয়েছে। কিন্তু তাদের একটা বড় অংশ নিজের স্বার্থের কথা চিন্তা করে বিদেশে চলে যাচ্ছেন। ভালো খাবেন, ভালো পড়বেন বলে তারা বিদেশে চলে যাচ্ছেন। এমনকি বিদেশে গিয়ে তাঁরা নিজের বাবামাকেও ভুলে যাচ্ছেন, দেশতো দূরের কথা। আবার একদল মেধা বা প্রতিভা বিদেশে না গেলেও নিজেদের ক্যারিয়ার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন। সমাজ ও দেশের কথা তাদের হৃদয়ে তেমন প্রভাব বিস্তার করে না। দেশে বহু ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, শিক্ষক বা অন্য ক্ষেত্রে এমন অনেক ব্যক্তিত্ব রয়েছেন যারা রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তার ধারে কোনো অসুস্থ অসহায় মানুষ পড়ে থাকলেও ফিরেও তাকান না। এই কি তাদের সমাজপ্রেম? এই কি মনুষ্যত্ব? এদেরকে কি মানুষ বলা যায়? এবারে আমাদের দেশপ্রেম সংখ্যায় এটাই বড় প্রশ্ন। এদের দেখে আগামী প্রজন্ম কি শিখবে? আর মেধারও গুরুত্ব কমে গিয়েছে। টাকা দিয়ে অনেকেই ডাক্তারি পাশ করছেন, টাকা থাকলেই অনেকে ইঞ্জিনীয়ার বা শিক্ষক হয়ে যাচ্ছেন। ফলে আগামী দিনে কি হবে ভারতের? বিরাট চিন্তার বিষয়।

বিশ্বে প্রথম ঐশ্বর্যশালী পরিবেশ রচনার জন্য সংগ্রহ করুন গ্রন্থ "মহাসাহিত্য"

অন্তহীন বেদনা-১ম খন্ড — অন্তহীন বেদনা-২য় খন্ড

Endless Pain - 1st Part.

বিশ্বে প্রথম গ্রন্থ " আত্মা ও মন (গাণিতিক বিশ্লেষণ)" সংগ্রহ করুন।
অঙ্কের সাহায্যে আত্মা ও মনের চরিত্র বিশ্লেষণ।
দেশ ও বিদেশের আন্তর্জাতিক জার্নালে
প্রকাশিত রচনার পূর্ণ রুপ এই গ্রন্থ।

প্রকাশক ঃ কর্পোরেট পাবলিসিটি
লেখক ঃ নির্মলেন্দু দাস
(শরৎ পল্লী, শিলিগুড়ি)

কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা

(দ্বিতীয় অধ্যায় ---২০)

'বেটা সাধনা তো ম্যায় সিদ্ধি প্রাপ্তিকে লিয়ে নহী করতা হুঁ ফির কিউ লগে হুঁয়ে হ্যাঁয়।' মেরি সাধন সির্ফ উনকে সাথ জুড়ে রহেনেকে লিয়ে। যবতক সাধনা হ্যায় তবতক ইয়হ শরীর চলেগি। যিসদিন সাধনা রুক যায়েগী, সাঁস ভি রুক যায়গী। শরীর পঞ্চভূত সে বনী হ্যায় ফির উসী পঞ্চভূতমে লীন হো যায়গী। গঙ্গার জলের দিকে তাকিয়ে বললেন-- যবতক ইয়হ জলকি ধারা বঁহেগি তবতক গঙ্গা বহেগি। বেটা কর্মকে লিয়ে শরীর হ্যায়, শরীরকে লিয়ে কর্ম নহি। কর্ম এক অমর মাধ্যম হ্যায়। ইয়হ কর্ম হি সারা বিশ্ব ব্রহ্মান্ডকো এক নিয়ম সে নিয়ন্ত্রিত কর রহা হ্যায়। কর্ম রুক জানে সে ইয়হ সৃষ্টি, ইয়হ ব্রহ্মান্ড লুপ্ত হো যায়গী। ' কথাগুলো কিছুদিন পূর্বে হৃষিকেশের এই গঙ্গার ধারে এক সাধু মহারাজ বলেছিলেন।---মুসাফীর)

(গত সংখ্যার পর)

তাই প্রফেসানটাই ওঁদের কমপ্যাসন। আমি মঙ্গলামাসীর মাঠকে এড়িয়ে চললেও আমাদের ছোট পোস্ট অফিসের বাড়িটিকে এ্যাভয়েড করা সম্ভব ছিল না, বহু স্মৃতি বিজড়িত বাড়িটি খালিই পড়েছিল। তাই এনট্রেন্সের সিঁড়িতে মাঝে-মাঝে দিনের বিভিন্ন সময়ে বসে থাকতাম। এইরকম একদিন বসে রয়েছি হঠাৎ শুনতে পেলাম " বরতন লীজিয়ে নয়া, কপড়া দিজিয়ে পুরানা।' নতুন ফেরিওয়ালা, জিনিষ একই রয়েছে শুধু ডাকের ভাষা পাল্টে গেছে সেই সাথে মানুষটিও। এখন বাংলায় ডাক দিলে সাড়া খুব কম মিলবে তাই হিন্দিতে কথা বলতে হয়। অনেক কিছু এখন আর ফেরি হয় না যেমন মিষ্টি, শাকসব্জি ইত্যাদি। বর্তমান বাসিন্দাদের বেশিরভাগ শপ ওরিয়েনটেড। চাচাজী বাবা চলে যাবার একমাস পরে একটি এনভালাপ আমাকে দিলেন। বাবার আমাকে লেখা চিঠি। বাবা সংসার

সকলকে প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রীতি ও শুভেচ্ছা

চৈতন্যপুর শিশুতীর্থ শিক্ষাপ্রসার সমিতি

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমিতি আইন ১৯৬১ অনুযায়ী নথিভুক্ত রেজিঃ নম্বর এস /১ এল/২০৬৩৮(২০০৩০--০৪)

চৈতন্যপুর রোড, ডাকঘর ঃ নিউ রঙ্গিয়া , শিলিগুড়ি --৭৩৪০১৩, জেলা ঃ দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, দুরভাষ ঃ২০০৩৫১৮

শিশুতীর্থ

- শিলিগুড়ি মহকুমার মাটিগাড়া ব্লকের চৈতন্যপুর রোডে অবস্থিত শিশু-ক থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত একটি আদর্শ ও সবার প্রথম পছন্দের বাংলা মাধ্যম প্রাথমিক বিদ্যালয়।
- উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদগ্ধ পন্ডিত -শিক্ষাবিদ--অধ্যাপকগণের উদ্ভাবিত শিক্ষাপদ্ধতি অনুসারে শিক্ষাদান ১৯৭৬ সালে প্রথম শুরু করে আজ ৪৯ বৎসরে পদার্পন করেছে।
- প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য স্বতন্ত্র ও বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়।
- শিক্ষাদানের মাধ্যম বাংলা হলেও ইংরাজী ভাষার উপর সমধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। ফলতঃ আজ পর্যন্ত অগণিত ছাত্র-ছাত্রী মাতৃভাষার সুদৃঢ় ভিতের উপর ভর করে ইংরাজী ভাষায় দক্ষতা অর্জন করে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে ও হচ্ছে।
- ২০০৩-২০০৪ সাল থেকে শিশুতীর্থ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমিতি অইন ১৯৬১ অনুযায়ী নথিভুক্ত " চৈতন্যপুর শিশু তীর্থ শিক্ষাপ্রসার সমিতি "দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে এবং এর উত্তরোত্তর উন্নতি বিধান করা হচ্ছে।

বিশেষ আবেদন ঃ এবছর অর্থাৎ ২০২৫ সালে এই স্কুলের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে চৈতন্যপুর শিশু তীর্থ শিক্ষা প্রসার সমিতির সকল প্রাক্তনীদের স্কুলে যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। এবারে সারা বছর ধরেই নানারকম অনুষ্ঠান হবে--পিন্টু ভৌমিক, সহ সম্পাদক, চৈতন্যপুর শিশু তীর্থ শিক্ষাপ্রসার সমিতি।

ত্যাগ করেছেন মা চলে যাওয়ার পরেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমার প্রচন্ড অভিমান হলো-- ভীষন রাগ হলো। একবার ও আমার কথা ভাবলেন না। ঠিক আছে আমি একাই লড়ে যাবো আমার কাউকে প্রয়োজন নেই। চাচাজীকে সব খুলে বললাম সব শুনে তিনি আমার মাথায় হাত রেখে বললেন--

বেটা ইয়হ জিন্দগীমে কুছ পানেকে লিয়ে কুছতো খোনাহি পড়েগা। হর ইনসান কি জিন্দগিমে পানা অউর খোনা একসা নহি হোতা হ্যায়। ঠিক সেই সময় চাচাজীর বাড়িতে ভাগলপুর থেকে ফোন এলো,তাও আবার আমার জন্য। এটাকে কাকতালীয় ঘটনা বলে কিনা জানি না।

ফোনের ওপারে অনুর গলার স্বর-- শুধু কয়েকটা কথা মন্ত্রের মতো কাজ হলো। আমি তোর অপেক্ষায় তোর জন্য প্রদীপ জ্বেলে বসে রয়েছি।একটা কথা সবসময় মনে রাখবি তোর অর্ধেকটা আমার মধ্যে রয়েছে ঠিক তেমনভাবেই আমার অর্ধেক অংশ তোর মধ্যে রয়েছে।আবার বলছি কিছু হয়েই ফিরবি।আমি অপেক্ষায় আছি।আমি কিছু বোলবার আগেই লাইনটাকেটে গেলো। (ক্রমশ)

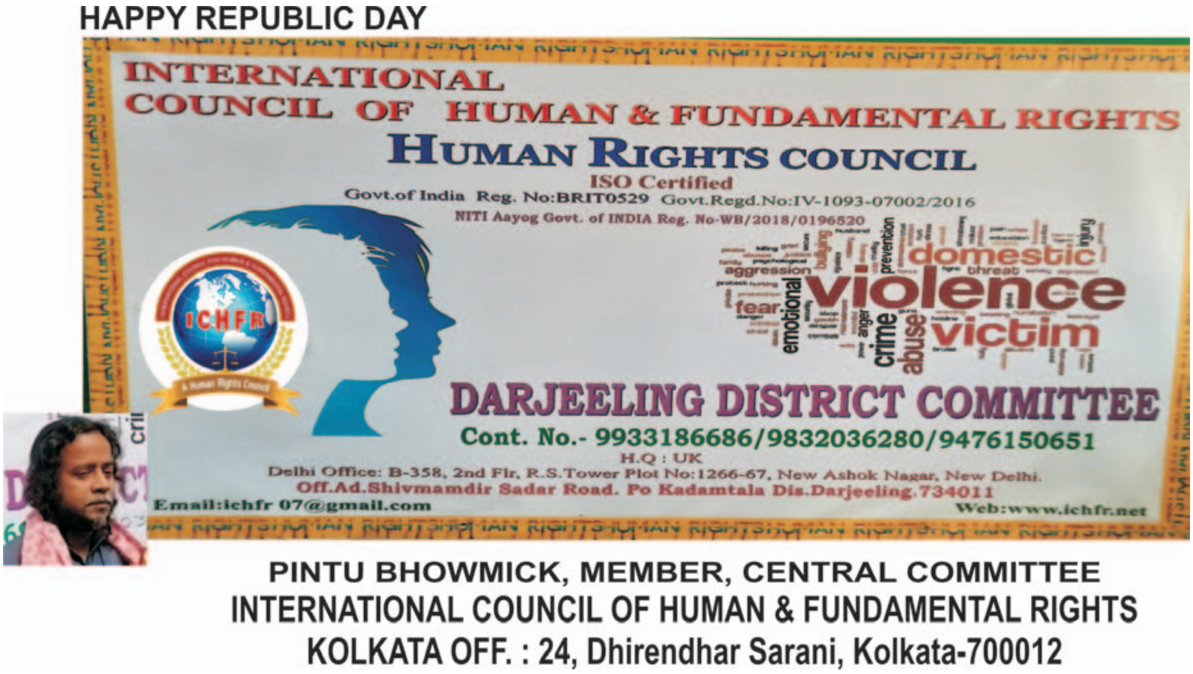

অবসর নিয়েও দেশের সেবায় কাজ করি

কমল কুমার দেব (অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ার, কলেজ পাড়া, শিলিগুড়ি)

সকলকে প্রজাতন্ত্র দিবসের শুভেচ্ছা। বেশ কয়েকবছর আগে আমি চাকরি থেকে অবসরগ্রহন করি। পূর্ত দপ্তরের একজন ইঞ্জিনীয়ার ছিলাম আমি। চাকরি করবার সময় দেশের জনগণের কথা চিন্তা করেই কাজ করেছি। যেমন কোথাও রাস্তা তৈরি, কোথাও সেতু তৈরি। দশটা পাঁচটা ঘড়ি ধরে কাজ করিনি। কাজ করতে করতে কখন সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছি টেরও পাইনি। সবসময় নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। কাজ করার সময় চিন্তা করেছি, যে রাস্তা বা যে সেতু তৈরি করা হচ্ছে সেটা যেন শক্তপোক্ত হয়। রাস্তা বা সেতু যেন সহজে ভেঙে না যায়। তখন অনেক পিছিয়ে ছিলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। এখনতো সেখানে অনেক উন্নত হয়েছে বিজ্ঞান প্রযুক্তি। রাস্তাঘাট নির্মান থেকে শুরু করে সেতু তৈরির জন্য অনেক প্রযুক্তি চলে এসেছে। ফলে এখন অনেক বড় বড় কাজও হচ্ছে। এশিয়ান হাইওয়ে থেকে শুরু করে অনেক রাস্তা। দিনকে দিন যোগাযোগ ব্যবস্থারও উন্নতি হচ্ছে। পাহাড় থেকে সমতল রাস্তাঘাট নির্মানে অনেক আধুনিক প্রযুক্তি চলে এসেছে। দেশ এভাবেই এগিয়ে যাক সেটাই প্রার্থনা থাকবে। কেননা দেশের উন্নতির অন্যতম সহায়ক দিক হলো ভালো রাস্তাঘাট বা উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা।

যাই হোক, আমি চাকরি থেকে অবসর নিলেও এখনো দেশের সেবা থেকে সরে আসিনি। শিলিগুড়ি বাঘাযতীন রোডে রয়েছে অবকাশ নামে একটি সংস্থা। বয়স্ক অবসরপ্রাপ্তরা সেখানে অবসর সময়ে একত্রিত হন। আমিও যাই। সেই অবকাশের মাধ্যমে আমরা অনেক সামাজিক কাজ করি। কদিন আগে বিপ্লবী বাঘাযতীনের জন্মদিন উদযাপিত হয়। সেই সময় দরিদ্রদের হাতে শীত বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। সেখানে অনেকেই তাদের অবদান হিসাবে অর্থ দান করেন। আমিও তাতে সামিল হই।

তাছাড়া পেনশনের টাকাতে আরও সামাজিক ও মানবিক কাজ করে থাকি। অবসর সময়ে গাছপালার পরিচর্যা করি। গাছপালার পরিচর্যা করলে মন ভালো থাকে। আর সবশেষে বলবো, সবাই দেশের মনিষীদের অবদানের কথা স্মরন করুন। ২৩ জানুয়ারি আমরা নেতাজির জন্মদিন পালন করি। নেতাজি সারা জীবন উৎসর্গ করি দিয়েছিলেন দেশের জন্য। এরকম দেশপ্রেমিক খুব কম রয়েছে। আমরা তাঁকে অনুসরন করলেই তাঁর জন্মদিন পালন সার্থক হয়।

SILIGURI END SMILE SOCIAL WELFARE SOCIETY
Reg. No. S0007690 of 2019-2020
'মানুষের সাথে মানুষের পাশে'
আমরা আছি, আমরা থাকবো
ভারতীয় সেনা বাহিনীর জওয়ান দ্বারা পরিচালিত শিলিগুড়ি এণ্ড স্মাইল পরিবার। এই পরিবারে তিনটি স্কুল চলছে যেখানে ১২০ জন দরিদ্র অসহায় পরিবারের ছোট্ট ছোট্ট শিশুকে শিক্ষার আলোতে আলোকিত করতে এগিয়ে এসেছে এই পরিবার। এছাড়া এণ্ড স্মাইল পরিবার সমাজের অসহায় মানুষের সেবাতে তৎপর।
আপনারাও চাইলে এই ছোট ছোট শিশুদের পাশে দাঁড়াতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন। আপনাদের দেওয়া সাহায্য পুরোপুরি ইনকাম ট্যাক্স ছাড় পাবে।
যোগাযোগ করুন এই নম্বরে - ৭৯০৮৮৪৬৫৮১/7908846581
Siliguri End Smile Social Welfare Society

SBI A/C : 39797661125
IFSC CODE, SBIN0014549
Google pay, phonepe no 7908846581

এখনও খেলা নিয়ে আছি

সোমা দত্ত
(অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষিকা, ভুজিয়াপানি, বাগডোগরা)

সকলকে প্রজাতন্ত্র দিবসের শুভেচ্ছা। একেকজন একেক বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। আমি ব্যস্ত থাকি খেলাধূলা নিয়ে। শিক্ষকতার চাকরি থেকে অবসরগ্রহন করেছি কয়েকবছর হলো। বাগডোগরার ভুজিয়াপানিতে বসবাস করি।

শৈশব থেকেই খেলাধূলা নিয়ে আছি। দৌড়, হাইজাম্প, লংজাম্প ইত্যাদি নিয়ে। শিক্ষকতার চাকরি করতে গিয়েও সময় পেলেই খেলার মাঠে গিয়েছে। খেলাধুলার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গিয়েছি। অনেক পুরস্কার পেয়েছি। এখনও থেমে নেই। দৌড়ে চলেছি। খেলাধূলা করতে গিয়ে কখন যে সময় পার হয়ে গিয়েছে টের পাইনি। সংসার ধর্ম করতেই ভুলে গিয়েছি।

শিক্ষকতার জীবনে অনেক ছেলেমেয়েকে পড়িয়েছি। ভুগোলের শিক্ষিকা ছিলাম। ছেলেমেয়েদের মধ্যে সবসময় দেশাত্মবোধের ভাবনা ছড়িয়ে দিতেই কাজ করেছি। শুধু পড়ানোই নয়, খেলাধূলাতেও অনেক নতুন ছেলেমেয়েকে উৎসাহিত করেছি। ছেলেমেয়েরা খেলাধূলাতে আরও বেশি বেশি করে এগিয়ে যাক এটাই চাইবো। পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে যত তারা খেলার মাঠে যাবে ততোই তাদের শরীর স্বাস্থ্য মন ভালো থাকবে। রোগব্যাধি যেভাবে বাড়ছে সেইসব রোগব্যাধিও অনেকটাই নিয়ন্ত্রনে থাকবে ।

মোবাইলের নেশায় আসক্ত না হয়ে ছেলেমেয়েরা খেলাধূলা করুক এটাই থাকবে প্রার্থনা। ছেলেমেয়েদের মধ্যে দেশপ্রেমের ভাবনা আরও বেশি করে প্রসারিত হোক , প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে রইলো সেই প্রার্থনা। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

সকলকে প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রীতি ও শুভেচ্ছা
উত্তরবঙ্গ ফুটবল কাপ ২০২৫

২০ থেকে ২৩শে মার্চ
পরিচালনায় শিলিগুড়ি এন্ড স্মাইল সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ও অল ইন্ডিয়া মতুয়া নমঃশূদ্র উন্নয়ন পরিষদ
সহযোগিতায় বিবেকানন্দ ক্লাব, জয়নাথ সিংহ ময়দান, ফয়রানিজোত, রানিডাঙা, শিলিগুড়ি।
১) মহিলা ফুটবল টুর্নামেন্ট
২) অনুর্ধ্ব ১৫ ফুটবল টুর্নামেন্ট
৩) ৪০ বছরেরও বেশি বয়সীদের নিয়ে ভেটারেন্স টুর্নামেন্ট

এছাড়া দার্জিলিং জেলার বিভিন্ন ওয়ার্ড ও অঞ্চলের ছয় হাজার ছোট ছোট শিশুদের নিয়ে অঙ্কন প্রতিযোগিতা।

দেশপ্রেমের ওপর স্বামী বিবেকানন্দের কিছু বানী

১)" ভারতের মাটি আমার স্বর্গ এবং ভারতের কল্যাণই আমার কল্যাণ।"--স্বামী বিবেকানন্দ

২) "শুধু বড় লোক হয়ো না-- বড় মানুষ হও।"---স্বামী বিবেকানন্দ

৩) "সাহসী লোকেরাই বড় বড় কাজ করতে পারে। "--স্বামী বিবেকানন্দ

৪) "যদি সত্যিই মন থেকে কিছু করতে চাও তাহলে পথ পাবে, আর যদি না চাও তাহলে অজুহাত পাবে। "--স্বামী বিবেকানন্দ

৫) "একদিনে বা এক বছরে সফলতার আশা কোরো না। সবসময় শ্রেষ্ঠ আদর্শকে ধরে থাকো। "---স্বামী বিবেকানন্দ

৬) "এমন কাজ করে চলো যে তুমি হাসতে হাসতে মরবে আর জগৎ তোমার জন্য কাঁদবে।"--স্বামী বিবেকানন্দ

৭) "সারাদিন চলার পথে যদি কোনো সমস্যার সন্মুখীন না হও, তাহলে বুঝবে তুমি ভুল পথে চলেছ। "--স্বামী বিবেকানন্দ

৮) "মহাবিশ্বের সীমাহীন পুস্তকালয় আপনার মনের ভিতর অবস্থিত। "--স্বামী বিবেকানন্দ

৯)"ওঠো এবং ততক্ষণ অবধি থেমো না, যতক্ষন না তুমি সফল হচ্ছ।"--স্বামী বিবেকানন্দ

১০)"যে মানুষ বলে তার আর শেখার কিছু নেই, সে আসলে মরতে বসেছে। যত দিন বেঁচে আছো শিখতে থাকো। "--স্বামী বিবেকানন্দ

১১) "অপরের দোষক্রটি দেখিয়া বেড়ানোতো আমাদের কাজ নয়। উহাতে কোন উপকার হয় না।এমন কি ওইগুলির সম্বন্ধে আমরা চিন্তাও যেন না করি। সৎ চিন্তা করাই আমাদের উচিত। দোষের বিচার করিবার জন্য আমরা পৃথিবীতে আসি নাই। সৎ হওয়াই আমাদের কর্তব্য। "--স্বামী বিবেকানন্দ।

১২)"উঁচুতে উঠতে হলে তোমার ভেতরের অহঙ্কারকে বাহিরে টেনে বের করে আনো, এবং হালকা হও-- কারণ তারাই ওপরে উঠতে পারে যারা হালকা হয়।"--স্বামী বিবেকানন্দ।

প্রজাতন্ত্র দিবসে দেশপ্রেমের ভাবনায় অনুষ্ঠান

নির্মল কুমার পাল (সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব, শিলিগুড়ি)

সকলকে দেশের প্রজাতন্ত্র দিবসের শুভেচ্ছা। ২৬ জানুয়ারি আমাদের দেশের একটি পবিত্রময় দিন। সেই দিনটি আমরা সাধারণতন্ত্র দিবস বা প্রজাতন্ত্র দিবস হিসাবে পালন করে থাকি। সেই বিশেষ দিনের কথা স্মরন করে আমরা শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব দেশপ্রেমের ভাবনায় কিছু কর্মসূচি গ্রহন করে থাকি। দীর্ঘ কয়েকবছর ধরেই হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবে প্রজাতন্ত্র দিবসে অনুষ্ঠান হয়ে আসছে। এবারও তা হবে। ছেলেমেয়েদের মধ্যে দেশপ্রেমের ভাবনা ছড়িয়ে দিতেই সেই অনুষ্ঠান হয়।

প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন সকালে নিয়ম মেনে প্রথমে দেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। তারপর শুরু হয় একে একে অনুষ্ঠান। সকাল দশটার মধ্যে শিশু কিশোরদের নিয়ে শুরু হয় অঙ্কন প্রতিযোগিতা। মূলত অঙ্কন প্রতিযোগিতাতে দেশপ্রেমের ভাবই থাকে। চারটে গ্রুপে সেই প্রতিযোগিতা হয়। প্রতিযোগিতা চলার সময় অংশগ্রহনকারী শিশু কিশোরদের অভিভাবক বিশেষ করে মায়েরা যাতে সক্রিয় থাকে বা তারা বোরিং অনুভব না করেন তার জন্য তাদের নিয়ে হয় ক্যুইজ প্রতিযোগিতা। একদিকে ছেলেমেয়েরা ছবি আঁকতে থাকে, অপরদিকে মায়েদের নিয়ে চলতে থাকে ক্যুইজ প্রতিযোগিতা। ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় ঠিকঠাক সব উত্তর দিতে পারলে অবশ্যই উপহারের বন্দোবস্ত থাকে।

বিকালে সাড়ে ছটা থেকে শুরু হয়ে দেশপ্রেমের ওপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সমবেত সঙ্গীত থেকে শুরু করে সমবেত নৃত্য। তার পাশাপাশি এবারে চিত্রাঙ্গদা গীতিনাট্য মঞ্চস্থ হচ্ছে ।সেই সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার মঞ্চেই অঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহনকারী শিশকিশোরদের মধ্যে থেকে প্রতি বিভাগের চারটে করে পুরস্কার দেওয়া হবে। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ। অঙ্কনের চারটে বিভাগে চারটে করে মোট ১৬ জন শিশু কিশোরকে পুরস্কার দেওয়া হবে। পুরস্কারের মধ্যে স্মারক ছাড়াও শংসাপত্র, মিষ্টির প্যাকেট প্রভৃতি থাকছে। অঙ্কন প্রতিযোগিতায় নাম দেওয়ার জন্য কোনো এন্ট্রি ফি নেই। প্রতিযোগিতা শুরুর সময়ই ইচ্ছুক ছেলেমেয়েদের নিয়ে এসে অভিভাবকরা নাম দেওয়াতে পারেন।

আর একটি কথা বলে রাখি, অঙ্কন প্রতিযোগিতায় যারা বিচারক হিসাবে থাকেন তারা হলেন আমাদের ক্লাবের দুর্গা পুজোর মন্ডপ সজ্জার কাজ যারা করেন সেইসব শিল্পীরা।

সবশেষে সকলকে আবারও প্রজাতন্ত্র দিবসের শুভেচ্ছা। সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন।

সকলকে প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রীতি ও শুভেচ্ছা

সকলের প্রতি আবেদন--
গাছ লাগান, প্রাণ বাঁচান।
দেশকে ভালোবাসুন, সামাজিক কাজ করুন।
তবে নিজে ভালো থাকবেন, অন্যরাও ভালো থাকবে।

কমল কুমার দেব

অবসরপ্রাপ্ত সাব এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার
পূর্ত দপ্তর,
কলেজ পাড়া, শিলিগুড়ি।

সকলকে প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রীতি ও শুভেচ্ছা

Amit Das
09434983884
09932016540

Whole Sales Counter (April-Oct.)
G.T.S. Club Puja Ground
Hakimpara, (Bhutia Market)
Siliguri-1

JALPAIGURI AGRI HORTI NURSERY

Nursery at : Purba Fokdibari (Near Kali Mandir)
P.O. Ghogomali, Siliguri, Dist. Jalpaiguri, W.B.

An Experienced & Renowned Name for Large Quanity General &
Hy Brid FRUITS/NURSERY Plants Growers & Govt. Order Suppliers
Gardens/Parks/Lawns/Foresty/Resorts, Designer, Maker & Maintainers

মহাকুম্ভ

অশোক রায়

মহাকুম্ভ ঃ সরকারের তরফ থেকে জোরকদমে প্রচার করা হয়েছে। এই মহাকুম্ভে চল্লিশ কোটি মানুষ স্নান করবে। এই স্নানের মাহাত্ম্য সমস্ত পাপ(?) স্খালন হয়ে যাবে। এই সংখ্যা আমেরিকার মোট জনসংখ্যার(৩৫ কোটি)র থেকেও বেশি। হিন্দুদের সংখ্যাই প্রায় ৯০ শতাংশ। তবে যদি আমরা আশা করি যে আগামীদিনে আমাদের দেশ ৩৫ কোটি সৎ, নির্ভীক এবং উচ্চ চিন্তা সম্পন্ন মানুষ পেয়ে যাবে তাহলে কিছু ভুল বলা হবে না। এইরকম মানব সম্পদ যে দেশে থাকবে সেই দেশ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশ হিসেবে স্বীকৃত হবে। বিনা ইনভেস্টমেন্টে , অবশ্য মহাকুম্ভ মেলাতে অনেক খরচ। ওটা এমন কিছু নয়। একটা মজার বিষয় হলো এখন হিন্দু ধর্ম হিন্দু ধর্ম খুব কম বলা হচ্ছে। সেই জায়গায় সনাতন ধর্ম কথাটি বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে। হিন্দু নামে কোনো ধর্মই নেই। হিন্দু একটি জাতি বাচক শব্দ। যারা সিন্ধু নদীর তীরে খ্রিস্টপূর্ব আনুমানিক প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে বসবাস করতো তারা যতদূর জানা যায় স শব্দটির উচ্চারন তখনকার মানুষেরা করতে পারতো না। যার ফলে হিন্দু শব্দটি উচ্চারিত হতো। তাছাড়া আরেকটু পিছিয়ে যাওয়া যাক, মহাভারতকে যদি আর্যাবর্তের ইতিহাস বলে স্বাকীর করা হয় তাহলে মহাভারতে সনাতন কথার উল্লেখ রয়েছে, হিন্দু শব্দের নয়। মোটামুটিভাবে যারা আর্য নয়, তাদের যবন বলা হোত। এটা নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে। যেমন যবন মানে মুসলমান নয়। ইসলাম ধর্ম এর সৃষ্টি তখন হয়নি। যবন শব্দটি মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলা আরম্ভ হয় আনুমানিক চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যর সময় হতে। তার আগেও এই শব্দের ব্যবহার ছিলো। এলেক্সজান্ডার এর ইতিহাসে এই শব্দের অনুবাদ আছে। সর্বপ্রথম ইংরেজরাই ভারতবর্ষকে ধর্মের ভিত্তিতে দুই ভাগে ভাগ করে। তারা বলে গেছে ইন্ডিয়াতে হিন্দু ও মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের বাসই বেশি। এই প্রথম হিন্দু শব্দটিকে ধর্মের সাথে যুক্ত করা হলো। হিন্দু জাতির ধর্মের নাম সনাতন ধর্ম। যা খুবই উন্নত এবং বিজ্ঞান সম্মত।

With Best Compliments From :

CELL 89183 54785
73191 27594

এখনো সমাজে অনেক মানুষ নিরাশ্রয় অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকেন। এখনো আমাদের সমাজে অনেক ভবঘুরে রয়েছেন যারা নিদারুন কষ্টে থাকেন। এখনো অনেক মানুষ একটু বস্ত্র বা খাদ্যের জন্য হা পিত্যেশ করেন। আর ভক্তিনগর শ্রদ্ধা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি সবসময় এই সব অসহায় মানুষদের পাশে থাকার জন্য আপ্রান চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাই আপনারাও ভক্তিনগর শ্রদ্ধা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির এই কর্মযজ্ঞে সামিল হউন – সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য গুগুল পে নম্বর বা যোগাযোগ নম্বর ৮৯১৮৩৫৪৭৮৫

BHAKTINAGAR SHRADDHA WELFARE SOCIETY

नि:स्वार्थ सेवा

BHAKTINAGAR SHRADDHA WELFARE SOCIETY

16 MASJID ROAD, ASHRAFNAGAR, WARD NO. 40, SILIGURI-734006

সারা বছর ধরেই দেশ সেবায়

নবকুমার বসাক (কর্ণধার, শিলিগুড়ি এন্ড স্মাইল সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি)

সকলকে প্রজাতন্ত্র দিবসের শুভেচ্ছা। দেশ প্রেম বলতে আমার কাছে বছরের একটি দিন নয়। ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস বা ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবস। এই বিশেষ দুই দিনই আমার কাছে দেশ প্রেম নয়। এই বিশেষ দুটি দিনের গুরুত্বতো আছেই। কিন্তু আমার কাছে দেশ প্রেম মানে সারা বছর ৩৬৫ দিন ধরেই দেশের সেবা করা। আমি বি এস এফে কর্মরত। ফুটবল খেলার সুবাদে চাকরি পাই। আর ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী আপনারা জানেন সবসময় দেশের সীমান্ত পাহারায় কাজ করছে। আমি সীমান্ত পাহারা না দিলেও দেশের সেবাতে রয়েছি। মূলত বি এস এফকে ফুটবল খেলায় এগিয়ে দেওয়াই আমার মূল কাজ। সেই কাজে আমি কখনও কাশ্মীরে , কখনও ত্রিপুরা , কখনও অসমে কাজ করেছি এবং করে চলেছি। স্ত্রী কন্যা পরিবার ছেড়ে সুদূর গ্রামের সীমান্তে পড়ে থাকতে হয়। যদিও এরমধ্যে আমি আবার বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা খুলেছি শিলিগুড়ি এন্ড স্মাইল সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। সেই সোসাইটির মাধ্যমেও সারা বছর ধরেই আমাদের কাজ চলে। আমাদের স্বেচ্ছাসেবী সদস্যরা বস্ত্র বিতরন থেকে শুরু করে, খাদ্য বিতরন প্রভৃতি বিভিন্ন কাজে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। দেশের সেবার ভাবনা থেকেই আমার এই উদ্যোগ।

এরমধ্যেই জানিয়ে রাখি নতুন বছর ২০২৫ সালে আমরা আয়োজন করতে চলেছি উত্তরবঙ্গ ফুটবল কাপ। আগামী ২০ থেকে ২৩শে মার্চ পর্যন্ত এই ফুটবল কাপ অনুষ্ঠিত হবে। শিলিগুড়ি এন্ড স্মাইল সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ও অল ইন্ডিয়া মতুয়া নমঃশূদ্র উন্নয়ন পরিষদের পরিচালনায় এবং শিলিগুড়ি রানিডাঙা ফয়রানিজোত জয়নাথ সিংহ ময়দানে বিবেকানন্দ ক্লাবের সহযোগিতায় সেই ফুটবলের আসর বসতে চলেছে। সেখানে অনুষ্ঠিত হবে মহিলা ফুটবল টুর্নামেন্ট এবং অনুর্ধ্ব ১৫ ফুটবল টুর্নামেন্ট। তার সঙ্গে চল্লিশ বছরেরও বেশি বয়সীদের নিয়ে ভেটারেন্স টুর্নামেন্ট। এর বাইরে দার্জিলিং জেলার বিভিন্ন ওয়ার্ড ও অঞ্চলের ছয় হাজার ছোট ছোট শিশুদের নিয়ে অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন আমরা করতে চলেছি। আমরা চাই শহর ছাড়াও গ্রামের ছেলেমেয়েরা অঙ্কন চর্চাতে অংশ নিক। তাদের মধ্যে সৃজনশীল ভাবনা ছড়িয়ে পড়ুক। তারা মোবাইল আসক্তি থেকে বেরিয়ে আসুক।

শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরা

ধনঞ্জয় পাল (শিলিগুড়ি)

১৯শে অক্টোবর ,১৮৭০ সালে (মতান্তরে ১৮৬৯) তৎকালীন মেদিনীপুরের তমলুকের আলিনান গ্রামে (ডাকঘর ঃ হোগলা) এক কৃষক পরিবারে মাতঙ্গিনী হাজরার জন্ম হয়। দারিদ্র্যতার কারণে তিনি বাল্যকালে পুঁথিগত বিদ্যা লাভ করতে পারেননি। অতি অল্প বয়সে তার বিয়ে হয় এবং মাত্র আঠারো বছর বয়সেই নিঃসন্তান অবস্থায় বিধবা হয়েছিলেন। সেই সময় স্বাধীনতার ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো মেদিনীপুরের নারীরা এই সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তিনি মহাত্মা গান্ধীর অনুগামী ছিলেন এবং গান্ধীবাদী মতাদর্শ মেনে চলতেন। এই জন্য তিনি 'গান্ধী বুড়ি' নামেও পরিচিত ছিলেন।

১৯৩২ সালে মহাত্মা গান্ধীর ডাকে সাড়া দিয়ে আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহন করেন। তিনি আলিনান লবণ কেন্দ্রে লবণ উৎপাদন করেন এবং গ্রেপ্তার হন। তিনি চৌকিদারী-কর মুকুবের দাবিতে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে অংশগ্রহন করেন। এই আন্দোলনকারীদের শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে ইংরেজ সরকার দ্বারা গঠিত বেআইনি আদালতের বিরুদ্ধে স্লোগান দেওয়ার অপরাধে আবার তাকে গ্রেফতার করা হয়। বিচারে তার ছয় মাস কারাদন্ড হয়। তাকে বহরমপুর জেলে পাঠানো হয়। তিনি হিজলি বন্দী নিবাসেও বন্দী ছিলেন কিছুদিন। এরপর তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিভিন্ন কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। মহাত্মা গান্ধীর অনুগামী হয়ে তিনি চরকায় সুতা-কাটা ও খাদি কাপড় বোনায় মনোনিবেশ করেন। ১৯৩৩ সালে তিনি শ্রীরামপুর মহকুমা কংগ্রেস সম্মেলনে যোগদান করলে পুলিশ প্রতিবাদকারীদের উপর লাঠিচার্জ করে এবং তিনি আহত হন।

একসময় বসন্তরোগ ভারতবর্ষে মহামারীর আকার ধারণ করলে তিনি পীড়িতদের সেবা করেন। ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন' চলাকালীন মেদিনীপুরের জনগণ--থানা আদালত ও অন্যান্য সব সরকারি অফিস বলপূর্বক দখল করার পরিকল্পনা করে। প্রধান মহিলা স্বেচ্ছাসেবক ছয় সমর্থক তমলুক থানা দখলের উদ্দেশ্যে একটি শোভাযাত্রা বের করে। এক হাতে শঙ্খ আর এক হাতে পতাকা আর মুখে ইংরেজ তুমি ভারত ছাড়ো স্লোগান দিতে দিতে মাতঙ্গিনী হাজরা এই শোভাযাত্রার নেতৃত্ব দেন। ইংরেজ সেনাবাহিনীর পুলিশের গুলি তার হাতে লাগে। সাহসিনী মাতঙ্গিনী পুলিশের নিকট অনুরোধ করেন তারা যেন নিজেদের ভাইদের উপর গুলি না চালায়। এরপরও বারবার তার ওপর গুলি চালানো হয়। পতাকাটি শক্ত করে ধরে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দিতে দিতে মাতঙ্গিনী হাজরা মৃত্যুবরণ করেন।

সকলকে প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রীতি ও শুভেচ্ছা

মোবাইল ঃ ৯৪৩৪৩৭৭৬৯৮

গোপাল প্রামানিক

কার্যকরী কমিটির সদস্য

হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি

শিলিগুডি

With Best Compliments From :

Ph. 9832028164

IMGK

JAGADISH SARKAR

জগদীশ সরকার (ক্যাবলা)

যুগ্ম সম্পাদক

হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি

শিলিগুড়ি

২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস স্মরনে

বিপ্লব সরকার (লেকটাউন, শিলিগুড়ি)

২৬ জানুয়ারি ভারতে প্রজাতন্ত্র দিবস। ১৯৫০ সাল থেকে প্রতিবছর এই ২৬ জানুয়ারি দিনে প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপিত হয়। ২৩শে জানুয়ারি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন। মহান দেশ প্রেমিক ছিলেন নেতাজি। তার জন্মদিন পালনের পরপরই ভারতবাসীর কাছে দেশাত্ম্ত্ববোধের এক আবেগের দিন হলো ২৬ জানুয়ারি।

প্রকৃতপক্ষে এই ২৬ জানুয়ারিই ছিল এক সময় আমাদের স্বাধীনতা দিবস। পরবর্তীতে এই ২৬ জানুয়ারি হয়ে ওঠে প্রজাতন্ত্র দিবসে। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী এই ২৬ জানুয়ারির নাম দিয়েছিলেন,'স্বাধীনতা সঙ্কল্প দিবস।' দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে পূর্ণ স্বরাজ আনার শপথ ঘোষিত হলে ১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারিকে স্বাধীনতা দিবস হিসাবে ঘোষনা করেছিলেন সেইসময়কার স্বাধীনতা সংগ্রামীরা। কিন্তু ব্রিটিশকে তাড়ানোর পর দেশে স্বাধীন হলে ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবস হিসাবে ঘোষিত হয়। তখন থেকে ২৬ জানুয়ারির গুরুত্ব বদলে যায়।

১৯৪৭ সালের ২৮ আগস্ট ভারতের স্থায়ী সংবিধান রচনার জন্য গঠিত হয় ড্রাফটিং কমিটি। সেই বছরই ৪ঠা নভেম্বর বাবা সাহেব ডঃ বি আর আম্বেদকরের নেতৃত্বে খসড়া কমিটি ভারতের সংবিধানের খসড়া প্রথম জমা দেয়। পরবর্তীতে ২৬ জানুয়ারি, ১৯৫০ সালে কার্যকর হয় ভারতীয় সংবিধান। সেই থেকেই ২৬ জানুয়ারি দিনটিকে প্রজাতন্ত্র দিবস হিসাবে ঘোষণা করা হয়।

ডঃ বি আর আম্বেদকর, যিনি ভারতের সংবিধানের মূল রচয়িতা বলে জানেন, তিনি সেই সংবিধান রচনা করে মন্তব্য করেছিলেন, " এই সংবিধান খুবই বাস্তবসন্মত। এই সংবিধান রচনা এক সহনশীলতার বার্তা দেয়। দেশকে শান্তি ও যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে সংঘবদ্ধ রাখতে এই সংবিধান প্রবল শক্তিশালী হবে। "

এই প্রজতন্ত্র দিবসে চলুন আমরা কয়েকজন দেশপ্রেমিকের কিছু উক্তি স্মরন করি। নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু ঃ " আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেবো। " বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ " দেশপ্রেম ধর্ম এবং দেশপ্রেমই ভারতের জন্য ভালোবাসা। " সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ঃ "ভারতবাসী হিসাবে আমাদের একটি কথা মনে রাখা দরকার যে নাগরিক হিসাবে তাদের যেমন অধিকার রয়েছে তেমনই কিছু কর্তব্যও রয়েছে। "মদন মোহন মালভ্য ঃ 'সত্যমেব জয়তে।"

হৃদয়ে জায়গা দিন

কলমে গণেশ বিশ্বাস (শিবমন্দির, শিলিগুড়ি)

শুনেছি জানুয়ারি মাস দেশপ্রেমের মাস। তাতে আমার কি, তোমার কি। এই মাসে দেশ সেবা ও সমাজসেবার জন্য অনেকেই জন্ম গ্রহন করেছিলেন। তাদের প্রত্যেকের একটাই চিন্তাভাবনা ছিলো, দেশকে শোষনের শাসন মুক্ত করা। এইসব মহামানব দেশপ্রেমিকদের জন্ম দিন বা প্রয়ান দিবস আমরা যথাযথ মর্যাদায় পালন করতে পারিনা। আমরা যতটুকু পালন করি তাতে কি আন্তরিকতা থাকে? কিছুটা কি দায়সারাভাব থাকে না? নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু নিজের ব্যক্তি স্বার্থের কথা চিন্তা না করে দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। এমনকি বিদেশ থেকেও নেতাজি দেশবাসীকে রীতিমতো জ্বালাময়ী ভাষনের মাধ্যমে উজ্জীবিত করেছেন। মহামানব স্বামী বিবেকানন্দ দেশের গরিব মানুষের দুঃখ দূর করতে প্রচুর কাজ করেছেন। স্বামীজি দেশের তরুন সমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছেন বারবার। দেশ তথা মানুষের মুক্তির জন্য স্বামী বিবেকানন্দ নিজের জীবনে সংসার ধর্ম না করে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন অপরের জন্য। যারা সঙ্গীত শিল্পী ছিলেন তারাও দেশের জন্য গান করেছেন অনেকে। বহু কবি সাহিত্যিক দেশের জনগনের মধ্যে জাগরন ঘটাতে দেশাত্মবোধক অনেক লেখনী লিখে গিয়েছেন। নাট্যকাররাও দেশের জন্য অনেক অভিনয় করেছেন দেশবাসীর সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য। তাদের অনেক ত্যাগ ও কষ্টের পর দেশ স্বাধীন হলেও দেশ স্বাধীন হয়েছে কিন্তু সত্যি কি আমরা সেভাবে স্বাধীনতা পেয়েছি? আমরা কি সত্যি পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়েছি? আজ আমরা যে স্বাধীনতা পেয়েছি সেই স্বাধীনতার সঙ্গে সেইসব বিপ্লবী বা মনিষীদের চিন্তাভাবনার মিল কোথায়? মনিষীরা যে স্বাধীনতার কথা চিন্তা করতেন আমরা কি সেই স্বাধীনতা পেয়েছি?

আমরা মনিষীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে অনেক মনিষীর মূর্তি বা প্রতিকৃতি রাস্তার ধারে স্থাপন করে রেখেছি। কিন্তু বছরে একবার তাদের জন্ম বা প্রয়ান দিবসে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। সেই সময় মূর্তি পরিস্কার করি। বাকি সময় মূর্তিগুলোতে ধুলোবালি জমতে থাকে। এর দ্বারাই মনিষীদের প্রতি আমাদের অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায়। আমরা সেই সব মনিষীকে আমাদের হৃদয়ে কতটা আসন দিতে পেরেছি? আমার মনে হয়, সব মনিষী বা দেশপ্রেমিকদের আমাদের হৃদয়ে স্থান দিতে না পারলে আমাদের দেশে কোনো পরিবর্তন আসবে না।

সাধারণতন্ত্র দিবসে বিশেষ অনুষ্ঠান

পূজা মোক্তার (কর্ণধার, বিশিষ্ট সমাজসেবী, ভক্তিনগর শ্রদ্ধা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, শিলিগুড়ি)

সকলকে সাধারণতন্ত্র দিবসের শুভেচ্ছা। ২৬শে জানুয়ারি আমাদের দেশের এক গুরুত্বপূর্ণ দিন। সেটি হলো আমাদের প্রজাতন্ত্র বা সাধারণতন্ত্র দিবস। সেই বিশেষ দিনে আমরা আমাদের আসরফ নগর অফিস শিলিগুড়ির চল্লিশ নম্বর ওয়ার্ডে কিছু অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। সেই অনুষ্ঠানটি হবে দেশপ্রেমের ওপর। আমাদের অফিসের কাছে কিছু পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর মানুষ বসবাস করেন। অনেক শিশু রয়েছে। সেইসব শিশুদের নিয়ে আমাদের অনুষ্ঠান হবে। শিশুদের হাতে আমরা দেশের জাতীয় পতাকা তুলে দেবো। অনুষ্ঠানে চলবে দেশাত্মবোধক সঙ্গীত। শিশুদের আমরা জাতীয় পতাকার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে শিক্ষা দেবো। যদিও আমাদের দেশ প্রেমের ভাবনা নিয়ে কাজ সারা বছর ধরেই চলে। ইতিমধ্যেই আপনারা খবরের ঘন্টার মাধ্যমে জেনেছেন যে আমরা রাস্তার ভবঘুরে অসহায় মানুষদের উদ্ধার করে তাদের পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করি। তাদের স্নান করাই। তারপর তাদের বাড়ি খুঁজে দেওয়ার চেষ্টা করি। আবার যেসব ভবঘুরে মানসিক ভারসাম্যহীন তাদের উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের আউটডোরে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসার উদ্যোগ গ্রহন করি। কয়েকজন মানসিকভাবে অসুস্থ ভবঘুরে এইমুহূর্তে আমার বাড়িতে রয়েছে। তাদের চিকিৎসা চলছে। তাদের নিয়মিত খাওয়াদাওয়া থেকে শুরু করে সেবা প্রদান করে চলেছি। এখান থেকে আমার কোনো আর্থিক লাভ নেই। উল্টে আমার ঘরের পয়সা এইসব কাজে খরচ হয়। তবু কেন করি এই ধরনের কাজ? আসলে দেশ প্রেম এবং মানুষের প্রতি ভালোবাসা। আমি মা তারার ভক্ত। তারা মা-র কৃপায় এটুকু জানি যে অসহায় দরিদ্র মানুষের সেবাই ঈশ্বর সেবা। তাই তাদের সেবা করাতেই আমার সময় কেটে যায়। তাই একদিন ২৬ জানুয়ারি পালনের মাধ্যমে আমি দেশপ্রেমের কাজ করি না। আমার কাছে দেশপ্রেম সারা বছর। এর আগে ১৫ আগস্টের দিন স্বাধীনতা দিবসে আমি জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে শিশুদের নিয়ে অনুষ্ঠান করি। বস্তির শিশুদের সঙ্গে ইংরেজি মাধ্যমের ধনী ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে নিয়ে অনুষ্ঠান করি। যাতে বিভেদ বা বৈষম্য কমে। আমরা রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত নার্স সোনালি সামন্ত যে চা বাগানের স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কর্মরত, ডুয়ার্সের বানারহাটে , সেখানে যক্ষা আক্রান্ত অসহায় মানুষদের ধারাবাহিকভাবে পুষ্টিকর খাদ্য প্রদান করছি। এভাবে বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে চলছে আমাদের দেশপ্রেমের ভাবনা। কেও যদি আমাদের এইসব সামাজিক ও মানবিক কাজে সামিল হতে চান তবে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন, নম্বরটি হলো ৮৯১৮৩৫৪৭৮৫। এই নম্বরে গুগল পে রয়েছে।

দেশপ্রেমিক রবিঠাকুর

কবিতা বনিক

রবীন্দ্রনাথের কথায় তাঁর পিতা, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বদেশপ্রীতি ও শ্রদ্ধা পরিবারের সকলকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছিল। একবার মহর্ষিকে তাঁর কোন নতুন আত্মীয় তাঁকে ইংরেজিতে চিঠি লেখার কারণে মহর্ষি তখনই সেই চিঠি তার কাছে ফেরত পাঠিয়ে দেন-- যিনি এই পত্র লিখেছিলেন।

ঠাকুরবাড়ির সাহায্যেই সে সময় 'হিন্দুমেলা ' নামে মেলার সৃষ্টি হয়েছিল। এই মেলার উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে বোঝানো যে ভারতবর্ষ আমাদের দেশ। ভারতবর্ষকে মাতৃজ্ঞানে শ্রদ্ধা ভক্তির সাথে উপলব্ধি করানো। এই সময়ে রবি ঠাকুরের মেজদাদা ' মিলে সবে ভারত সন্তান' গানটি রচনা করেছিলেন। দেশপ্রেমের জন্য উৎসাহমূলক গান গাওয়া, কবিতা পাঠ, দেশী শিল্প, ব্যায়াম ইত্যাদি প্রদর্শিত হতো। দেশী গুণীজনদের সংবর্ধনা দেওয়া হোত। রবিঠাকুর এখান থেকে উৎসাহিত হয়ে অনেক গান, কবিতা, প্রবন্ধ লিখেছেন। তিনি বলেছেন এদেশ আমার সুতরাং ' আমরা সবাই রাজা', ' মোরা মরব না কেউ বিষমতার বিফল আবর্তে। আবার সাহস জুগিয়েছেন,' নাই নাই ভয় হবে হবে জয়।' কারণ আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।' সাহসের সাথে 'জয় মা বলে ভাসা তরী'- দেশপ্রেমিকদের ভয় মুক্ত হয়ে কাজ করতে বলেছেন। দুরুহ কাজেও যেন নিজেরই কঠিন পরিচয় দিতে পারে। নিজের মধ্যে শক্তি ধরে নিজেকে জয় করতে শিক্ষার কথা বলেছেন। সামাজিক,জাতিগত, ধর্মগত বাঁধা পেয়ে কেউ পাশে না দাঁড়ালেও একলা চলার পথই বেছে নিতে বলেছেন। মনে যেন সদা থাকে-- ' যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক আমি তোমায় ছাড়ব না মা। ' সে সময় ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে ঘরে ঘরে, পাড়ায় পাড়ায় রবি ঠাকুরের গানগুলো গেয়ে ফিরতেন। মানুষও উৎসাহিত হয়ে দলে দলে দেশপ্রেমীদের দলে যোগ দিতে লাগল। কবি সকলকে ভরসা দিলেন, '' নিশিদিন ভরসা রাখছিস ওরে মন হবেই হবে। ''

রবিঠাকুর ছোটবেলায় মাকে হারিয়ে দেশমায়ের মধ্যেই নিজের মাকে স্মরন করেছেন। বলেছেন,'' মা তোর বদন খানি মলিন হলে ও মা নয়ন জলে ভাসি। '' এই গানটি বঙ্গভঙ্গের অনেক আগেই লিখেছিলেন। দেশবাসীকে শিখিয়েছিলেন দেশমাতাকে নিজের গর্ভধারিণী ভাবতে। গানে লিখেছেন '' ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাইমাথা। '' সমস্ত দেশপ্রেমিক, মাতৃভক্ত, যোগী, ত্যাগী, জ্ঞানী, দুঃখভোগী সকলকে মাতৃমন্দিরের পুণ্যঅঙ্গনকে মহোজ্জ্বল করে রাখতে আহ্বান জানিয়েছেন। সকলের সব পূর্ণ হোক, সত্য হোক, এক হোক বলে প্রার্থনা জানিয়েছেন ভগবানের কাছে। ১৯০৫ সালের ১৬ই আক্টোবর-৩০শে আশ্বিন সকালে কবি নিজে ও ক্ষেত্রমোহন ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঠাকুরবাড়ির ভৃত্যরা এছাড়া পাড়ার ছেলেমেয়ে বউরা একসাথে ''বাংলার মাটি বাংলার জল'' এই দেশপ্রেমের গান গাইতে গাইতে গঙ্গার ঘাটে স্নান করে একে অপরের হাতে রাখি পরিয়ে দেন। এই ভাবে সকলে ভ্রাতৃ প্রেমের বন্ধনে মিলিত হলেন। এই মিলনোৎসব চিৎপুরের বড়ো মসজিদের মৌলবীরাও আনন্দে মেনে নিলেন। কবির ভাবনায় ছিল অখন্ড ভারত। তিনি সকলকে একসাথে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি তাঁর স্বদেশের প্রত্যেক মানুষকে দুহাত বাড়িয়ে দেবতা রুপে আহ্বান করে জাগিয়ে তুলেছেন। সে কারণেই তাঁর দেশপ্রেম বিশ্বপ্রেমে পরিনতি লাভ করেছে। কবি বলছেন--'' হে মোর চিত্ত পূণ্য তীর্থে জাগোরে ধীরে। / এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।/হেথায় দাঁড়ায়ে দুবাহু বাড়ায়ে নমি নর দেবতারে।/উদার ছন্দে পরমানন্দে বন্দন করি তারে।''প্রত্যেক মানুষকে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে দেশ মায়ের সেবার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। গানের কথাগুলো বিশ্ব মানবতাবোধের পরিচয় দেয়।

১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালা বাগে ব্রিটিশ সরকার যে নৃশংস হত্যাকান্ড ঘটিয়েছিলেন, এর পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশ সরকারের তাঁকে দেওয়া সর্বোচ্চ সম্মান ' নাইট' উপাধি ত্যাগ করেন। তাঁর কথা এই নৃশংসতা, সম্মান সূচক চিহ্নগুলোর লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রবিঠাকুর তাঁর ৮০ বছরের জন্মদিনে বলেছিলেন,''বাঙালির বাহু ভারতের বাহুকে বল দিক। বাঙালীর বাণী ভারতের বানীকে সত্য করুক। ''আরও বলেছিলেন ,'' আজ এই কথা বলে যাব প্রবল প্রতাপশালীর ও ক্ষমতা, মদমত্ততা , আত্মম্ভরিতা যে নিরাপদ নয় তারই প্রমান হবার দিন সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে। '' দেখতে পাচ্ছি তাঁর দেশপ্রেম আজও সমান প্রাসঙ্গিক।

প্রার্থনা করি তাঁর বাণীতে আমাদের চেতনা জাগ্রত হোক।

নেতাজির মতো দেশপ্রেমিক কি আর ভারতবর্ষ পাবে ?

সুব্রত দত্ত (হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি)

যিনি তাঁর দেশকে ভালোবাসেন, দেশকে রক্ষা করেন এবং দেশের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন না সর্বোপরি নিজের ব্যক্তি স্বার্থ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত তিনিই হলেন প্রকৃত দেশপ্রেমিক। বীর বিপ্লবী ও স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে তেমনই একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক বলা যায়। তাঁর মতো দেশপ্রেমিক ভারতে আর জন্মগ্রহন করবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন আছে।

২৩শে জানুয়ারি ১৮৯৭ সালে ওড়িশার কটকে জন্মগ্রহন করেছিলেন নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু। তাঁর মায়ের নাম ছিলো প্রভাবতী বসু এবং পিতার নাম ছিলো জানকীনাথ বসু। সুভাষ চন্দ্র বসুর পিতা জানকীনাথ বসু ছিলেন একজন সফল সরকারি আইনজীবী। শৈশবে সুভাষ চন্দ্রকে একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে ভর্তি করা হলেও মায়ের কাছ থেকে সুভাষ চন্দ্র স্নেহশীল মনোভাব গ্রহন করেন। তাঁর মা প্রভাবতীদেবী দেবী দুর্গা এবং মা কালীর উপাসনা করতেন। মহাভারত ও রামায়ন থেকে গল্প বলার পাশাপাশি বাংলা ভক্তিগীতি গাইতেন। ফলে মায়ের ছোঁয়া সুভাষ চন্দ্র বসুর মনে পড়েছিল শৈশবেই। শৈশব থেকেই সুভাষ চন্দ্র অসহায় দুর্দশাগ্রস্থ মানুষদের সহযোগিতা করতেন, বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধূলার পাশাপাশি বাগান চর্চা করতে ভালোবাসতেন। মিশনারি স্কুলে পড়ার সময় সেখানে সব ইংরেজি ইউরোপীয় সংস্কৃতির ভাব অনুসরন করে শিক্ষা দেওয়া হোত। কোনো ভারতীয় ভাষায় সেখানে শিক্ষা দেওয়া হোত না। পরে ১২ বছর বয়সে সুভাষ চন্দ্রকে রাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি করা হয়। সেই স্কুলে বেদ , উপনিষদের পাশাপাশি বাংলা ও সংস্কৃত ভাষাও শিক্ষা দেওয়া হোত। সুভাষ চন্দ্র সেখানে ভারতীয় পোশাক পড়তেন এবং ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ দেখাতেন। পাশ্চাত্যের ইংরেজি শিখলেও তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির মূল্যবোধকে শুরু থেকেই শ্রদ্ধা দেখাতে থাকেন। শৈশব থেকেই সুভাষ চন্দ্র ছিলেন বেশ মেধাবী। সব পরীক্ষাতেই সফল হয়ে তিনি তাঁর বারবার মেধার পরিচয় দিতেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ১৯১২ সালে সুভাষ চন্দ্র দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৯১৩ সালে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হয়ে সুভাষ চন্দ্র ভারতীয় দর্শন শাস্ত্র নিয়ে বিশেষভাবে পড়াশোনা করেন। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় দারুন ফল করে তিনি চাকরির নিয়োগপত্র পেয়ে যান। কিন্তু তিনি সেই চাকরি প্রত্যাখ্যান করেন। যারা ভারতকে পরাধীন করে রেখেছে সেই ইংরেজের অধীনে তিনি চাকরি করতে রাজি হননি। বরঞ্চ তিনি মনে মনে শপথ এবং প্রস্তুতি নিতে থাকেন, কিভাবে ইংরেজকে ভারত থেকে হটানো যায়। তাঁর রাজনৈতিক গুরু ছিলেন জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস।

নিজে ব্যক্তিগতভাবে ধর্মপ্রান হিন্দু হলেও সুভাষ চন্দ্র যখন আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেন সেই সময় কিন্তু আজাদ হিন্দ ফৌজ পরিচালনা ও স্বাধীনতা সংগ্রামের লড়াইয়ে তিনি ধর্মনিরপেক্ষ ভাব নিয়ে কাজ করতেন। তিনি চাইতেন, ব্রিটিশ হটাতে ভারতে বসবাসকারী সব ধর্ম, সব জাতির মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে কাজে নামুক আর সেই চিন্তাধারা বাস্তবায়নের পথেও তিনি হেঁটেছিলেন। দেশের পরাধীনতার বিরুদ্ধে লড়াই করবার সময় তাঁকে বেশি বেশি করে উদ্বুদ্ধ করে স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও আদর্শ। সুভাষ চন্দ্রের নিজে হাতে গড়া ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি বা আই এন এর সৈন্যরা সুভাষ চন্দ্রকে নেতাজি উপাধি দিয়েছিলেন।

১৯৪৩ সালে আজাদ হিন্দ ফৌজের দায়িত্ব গ্রহন করেন সুভাষ চন্দ্র। সেটা ছিলো সিঙ্গাপুরে। সেই স্থান থেকে সুভাষ চন্দ্র ভারতীয় অস্থায়ী সরকারও গঠন করেন। ব্রিটিশের ভিত নড়িয়ে দিতে তাঁর অবদান এককথায় ছিলো অসামান্য। তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক কিংবদন্তি নেতা।

১৯২১ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত মোট এগারোবার সুভাষ চন্দ্র গ্রেপ্তার হয়েছিলেন ব্রিটিশের হাতে। তাঁর বিখ্যাত উক্তিগুলোর মধ্যে একটি হলো, তোমরা আমাকে রক্ত দাও-- আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেবো। তাছাড়া দিল্লি চলো এবং জয় হিন্দ এর মতো বিখ্যাত শ্লোগানও তিনিই দিয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন, স্বামী বিবেকানন্দের বানী ছাড়াও ভগবত গীতার ভাবাদর্শ নেতাজিকে দেশপ্রেমে বেশি বেশি করে উদ্বুদ্ধ করেছিলো। এরকম মহান দেশপ্রেমিক, ত্যাগী বিপ্লবী আর ভারতবাসী পাবে না। ২৩শে জানুয়ারি তাঁর জন্মদিনে বারবার প্রণাম।

মানুষ ভুলতে বসেছে স্বাধীনতার স্মৃতি

কবি চন্দ্রচূড় (শরৎ পল্লী, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)

ক্ষুদিরাম, সূর্যসেন,সুভাস, অরবিন্দ, বিনয়
বাদল দীনেশ, আরও শত হাজার প্রাণ
জীবন দিয়েছে দেশের জন্য---
এই মাটিতে রেখেছে মাথা,
কবিতা গানে লেখা হয়েছে বীর গাঁথা ।
ইংরেজদের দাপট ছিল,
কিন্তু শিখিয়েছে সভ্যতা।
আবার দেখি কৃষক, চাষী, জেলে, মুচি --
কেউ ছিল না বসে,
নীল চাষের সূত্র ধরে এরাও ছিল দেশের
যোদ্ধা।
ছিল না ইংরেজদের বশে।
অদ্ভুত এক বাতাস বইত,
শীতল হলেও ছিল আগ্নেয়গিরির মতো তপ্ত।
জলের প্রবাহ ছিল,
চলমান ঢেউ ছিল না গুপ্ত।
দিন থাকে না দিনের মতো,
স্বাধীনতার অর্থে ধরেছে নানা ক্ষত।
অসামঞ্জস্যের নীতি
তৈরি করেছে ভীতি,
দেশ মাতার গাত্রে পড়েছে শ্বেতি।
মানুষ ভুলতে বসেছে স্বাধীনতার স্মৃতি।

এনো না দেশে কলুষতা

গোপা দাস (শরৎ পল্লী, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)

শৃঙ্খল মুক্ত করেছে মা তোমাকে বীর
যোদ্ধারা।
হয়েছো তুমি দেশে বিদেশে, সন্মানিতা।
আজ দেখি আকাশে বাতাসে কালো
ধোঁয়া,
ধরনী তোমার অনেক দেশে লেগেছে
যুদ্ধ,
ভেঙে যেতে দেখি স্বাধীনতা।
বার বার তুমি এভাবে এসো না ভগ্ন হৃদয়ে
স্বাধীনতা
জনগনে সুভাবনা দাও,
এনো না দেশে কলুষতা।

স্বাধীনতার অর্থ খুঁজি

মুকুল দাস (বয়স ১০০, শরৎ পল্লী, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)

ভারতবর্ষ স্বর্গ
ভারতবাসীর গর্ব।
ধনে জনে সমৃদ্ধ কিছু আছে সৎ লোক
আছে কিছু অসৎ লোকের কারবার।
দেশের জন্য নয়তো চিন্তিত, যার যার কাজে
সে সে ব্যস্ত।
মিথ্যার জয় সত্যের পরাজয়,
মিথ্যা দেয় সত্যকে কষ্ট,
এতে কিছু মানুষ হয় নষ্ট।
কিছু মানুষ সহজ সরল সাদাসিধা অসতের
দলে যায় ভিড়ে।
দেশ-বিদেশে তাদের বেচাকেনা করে।
পরে তারা কোথায় যায় খোঁজ মেলে না,
যদিও বা খোঁজ মিলে,সমাজ তুলে নেয় না।
অপহরন হত্যা অত্যাচার ছেয়ে গেছে দেশে
অসম্মনিত বোধ করি দেখে এমন বেশ
লজ্জা ঢাকি কোথা?
একি অসভ্যতা!

নির্ভীক নেতাজি

অসমঞ্জ সরকার
(শিবমন্দির, শিলিগুড়ি)

দেশমাতৃকার চরণে করি আত্মবলিদান ।
হয়েছো নেতাজি তুমি দেশবাসীর কাছে বীর ও মহান।
জন্ম তব ১৮৯৭ এর ২৩শে জানুয়ারি
দ্বিপ্রহরে ।
ওড়িশা রাজ্যের সুপ্রাচীন কটক শহরে।
পিতা জানকীনাথ বসু ছিলেন বিখ্যাত
আইনজীবী।
তেজস্বী ও মমতাময়ী ছিলেন মাতা
প্রভাবতীদেবী।
বসু পরিবারের আদি নিবাস ছিল
কোদালিয়া গ্রাম।
চব্বিশ পরগণায় সেথা তাদের মস্ত সুনাম।
এই গৃহের পুকুর পাড় ও বাগানবাড়িতে
বসে।
করেছেন কত গুপ্ত সভা নেতাজি সেথায়
এসে।
এই গৃহের দুর্গা পূজায় যোগদান তরে।
এসেছেন সুভাষচন্দ্র, যা জানা যায় পরে।
১৯১৯ এর সেপ্টেম্বর মাসেতে।
বিলাত যাত্রা সুভাষচন্দ্রের কেমব্রিজে ভর্তি
হতে।
মাত্র আট মাসের সীমিত প্রচেষ্টায়।
বসলেন তৎকালীন সিভিল সার্ভিস
পরীক্ষায়।
হলেন উত্তীর্ণ সসম্মানে অন্তিম মেধা
তালিকায়।
কিন্তু যে মহান প্রাণ হয়েছে কাতর।
শৃঙ্খল মোচনে পরাধীন দেশমাতৃকার।
তাঁরে বাঁধা নাহি যায় সোনার শিকলে।
ব্রিটিশের সিভিল সার্ভিস চাকুরির
জাতাকলে।
তাইতো সুভাষ বেছে নিলে দেশ সেবার পথ।
যা দুস্তর, বন্ধুর তবু চালিয়ে গেলেন
বিজয়রথ।
১৯৪৩ এর ২১শে অক্টোবর।
গঠিত হয় নেতাজির স্বপ্নের আজাদ হিন্দ
সরকার।
১৯৪৪-এ যখন জানুয়ারি মাস এলো।
নেতাজি দিলেন ডাক প্রকাশ্যে "দিল্লি
চলো।"
আজাদ-হিন্দ বাহিনীর তীব্র আক্রমনে।
হতোৎসাহ ব্রিটিশ-বাহিনী ক্ষণে ক্ষণে।
পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে।
আজাদ-হিন্দ বাহিনী এগিয়ে চলে বীর
বিক্রমে।
ধন্য নেতাজী, ধন্য তোমার দেশপ্রেম।
তুমি রয়েছো সবার হৃদয়ে চির-জাগ্রত।
চির-ভাস্বর , অমর, মৃত্যুঞ্জয়ী সতত।
প্রণমী নেতাজী তোমায় হয়ে তব একান্ত
অনুগত।

স্মৃতিতে মহাত্মা

তন্ময় ঘোষ
(শিবরাম পল্লী, শিলিগুড়ি)

প্রভাতে উঠিল রবি, পুলকে সবে মাতি।
প্রফুল্লিত প্রাণ, প্রজাতন্ত্র দিবস আজি।
দেশের মাটির পরে, তেরঙ্গা পতাকা উড়ে,
স্মৃতিতে মহাত্মা তুমি কত ইতিহাস তোমায়
ঘিরে,
মোহনদাস করমচাঁদ নামে ও সবাই তোমায়
চিনি,
তোমার অহিংসা ভাবনায় আজ স্বাধীন
জন্মভূমি।

নেতাজি

সজল কুমার গুহ
(শিবমন্দির,সম্পাদক, আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সমিতি,
শিলিগুড়ি শাখা)

“অখন্ড স্বাধীন ভারত ” গড়া ছিল তোমার স্বপ্ন,
ক্ষমতা লোভীদের চক্রান্তে হয়েছিল তা বিপন্ন।
টুকরো টুকরো করে ক্ষমতা যে যার করলো দখল,
শত বাধায়ও ওদের অপচেষ্টা হল সফল।
দিশাহীন দেশভাগে হলো অনেকের সর্বনাশ,
জাতি দাঙ্গায় হল কারো লাভ , অনেকের হলো স্বর্গবাস।
সরিয়ে দিতে তোমাকে কোন চেষ্টা দেয়নি ওরা বাদ,
তুমিই ছিলে নেতাজি ওদের অপচেষ্টার একমাত্র প্রতিবাদ।
কতো চেষ্টা করেছিল ওরা তোমার মৃত্যু ঘন্টা বাজাতে,
ওদের সব চেষ্টা লাগেনি কোন কাজেতে।
তোমার অখন্ড স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন ওরা করেছে ছারখার,
হিংসা বিদ্বেষ দ্বন্দে ভুগছে দেশ বারবার।
তুমি ফিরে আসো হে বীর শ্রেষ্ঠ নেতাজী!
তোমার তরে তৈরি মোরা ধরতে যে বাজী।

অবাঞ্ছিত

রিয়া মুখার্জি
(শিলিগুড়ি, লেখিকা)

অবাঞ্ছিত
রাস্তাঘাটে এদিক ওদিক
আমরা ঘুরে বেড়াই,
নাম তো নেই আমাদের
আমরা ছোট্ট খুদে ভাই,
কেউবা ডাকে কালু
কেউবা ডাকে লালু,
মাথায় বুলিয়ে দিলেই
হাত আমরা কাত,
অবুঝ মানে রাস্তাঘাট
আমরা তো বুঝি না,
নেই তো মোদের বাড়িঘর,
বুঝবো কেমনে
কেই বা আপন কেই বা পর,
ভালোবাসা ছাড়া আমরা
কিছুই জানি না,
কেউ খেতে দিলে খাই
যা দুটো পাই,
বৃষ্টিতে ভিজে ঠান্ডায় কেঁপে
আশ্রয় জোটে না,
বাঁচতে চাই শুধু চাই না অনেক কিছু,
যন্ত্রণা দিওনা মোদের
চাই শুধু ভালোবাসা,
ছোট্ট জীবন মোদের এইটুকুই তো আশা।

ভারতবর্ষ

অশোক পাল
(ফুলবাগান, মুর্শিদাবাদ)

ভারতবর্ষ! স্বদেশ ভূমি
আগামীর মৃত্যু ভূমিও
হাজার হাজার বছর ধরে যে সভ্যতা
পুষ্ট করেছে নিরবচ্ছিন্নভাবে
এ দেশ সারা পৃথিবী।
আজ প্রতিনিয়ত ভয় বুকে নিয়ে
নিয়ে চলতে হয় ---
প্রতিদিন মৃত্যু ভয় তাড়া করে
ধর্মান্ধতার বিষবৃক্ষ
ছেয়ে গেছে কোনায় কোনায়।
এ আমার দেশ নয়
এতো বিভেদের বীজ কোথায় লুকিয়ে ছিল
মানুষের পোশাক খাবার দেহের মানচিত্রে
ধর্মের এত চিহ্ন আঁকা?
এত ধর্ম উন্মাদনা চব্বিশ ঘন্টা
কান ঝালাপালা ধরে যায়।
আর এত ভয় তাড়া করে
মানুষ মানুষকে কত সহজেই
খুন করে পরলোক মসৃণ করতে চায়।
ভিড়ে ঠাঁসা রাস্তায় হিন্দু মুসলিম
বৌদ্ধ শিখে ভরা--!
কোথাও মানুষ নাই
মানুষ কোথায় হারিয়ে গেল?
প্রতিদিন মৃত্যু ভয় তাড়া করে
যেদিন ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসবো
সেদিন হিন্দু মুসলিম খৃষ্টান বৌদ্ধ শিখ
নাকি মানুষ পরিচয়ে ফিরব?

কেন আমরা নদী বাঁচিয়ে রাখবো, প্রকৃতিপাঠ শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ছেলেমেয়েদের মধ্যে পরিবেশ প্রকৃতির প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করতে গত ১২ জানুয়ারি থেকে শিলিগুড়ি মহকুমার খড়িবাড়ির তরাই বি এড কলেজ চত্বরে এক স্কাউট, প্রকৃতি পাঠ শিবিরের আয়োজন করে শিলিগুড়ি তরাই এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। ভারত স্কাউটস এন্ড গাইডসের শিলিগুড়ি সাবারম্যান লোকাল এসোসিয়েশন এই শিবিরের জন্য সহায়তা করে। শিবিরে অংশগ্রহনকারী ছেলেমেয়েরা শুধু তাঁবুতে রাত্রিযাপন করেনি, তাঁরা নেপাল সীমান্ত পাহাড়ি লোহাগড় গ্রাম এলাকায় যায়। প্রকৃতি পরিবেশকে তাঁরা খুব কাছ থেকে চেনার চেষ্টা করে। তরাই এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি পরিচালিত তরাই বি এড কলেজ, তরাই নার্সিং ইন্সটিটিউট , তরাই ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এবং তরাই স্পোর্টস একাডেমি থেকেও ছেলেমেয়েরা সেখানে শিক্ষার্থী হিসেবে যোগ দেয়। তরাই এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক পুস্পজিৎ সরকার জানিয়েছেন, পরিবেশ সচেনততা বৃদ্ধি করতেই এই আয়োজন। প্রতি বছরই তাঁরা এরকম শিবির আয়োজন করেন। এবার নিয়ে সেই শিবির চতুর্থবার হলো। শিবিরে প্রশিক্ষক এবং গাইড হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ভারত স্কাউটসের বিখ্যাত সংগঠক তথা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক দুলাল দত্ত। এই কদিন ধরে ছেলেমেয়েরা গ্রামের মধ্যে গিয়ে গ্রামীন জনজীবন প্রত্যক্ষ করেছে, যেসব গ্রামে মোবাইল পর্যন্ত নেই, সেই সব গ্রামের মানুষ কিভাবে বেঁচে রয়েছেন, তা তারা দেখেছে। আবার বিভিন্ন নদী তারা প্রত্যক্ষ করেছে। এই পৃথিবীকে বাঁচিয়ে রাখতে নদী কতটা জরুরি, নদী ও গাছ কেন পরিবেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তা সকলকে শেখানো হয় বলে পুস্পজিৎবাবু জানিয়েছেন। মঙ্গলবার এবং বুধবার শিবিরে অংশ নেওয়া ছেলেমেয়েরা ট্রেকিংও করেছে। হঠাৎ বিপর্যয় হলে কিভাবে পরিস্থিতি সামলাতে হয় তার কিছু শিক্ষা হাতেকলমে দেওয়া হয়। বুধবার রাতে বিরাট টেলিস্কোপের সাহায্যে চাঁদ দেখার পর ক্যাম্প ফায়ার অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে লোকনৃত্য, আদিবাসী নৃত্য পরিবেশিত হয়। ছেলেমেয়েদেরকে প্রকৃতির কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য তরাই এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির এই প্রচেষ্টাকে সকলেই সাধুবাদ জানান।

আমার আমিত্ব যে কত ক্ষুদ্র তা বুঝতে একটু আকাশ দেখুন মন দিয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ কে বড়? আমি না তুমি, কিসের এই লড়াই? কিসের এতো যুদ্ধ? আমাদের সব ঝগড়ার নিস্পত্তি ঘটবে আকাশের দিকে তাকালে। আকাশ পর্যবেক্ষন করুন,তারপর নিজের কথা বিচার করুন--আমরা কত ছোট এই বিশ্বে, তখন ধারণা করতে পারবেন। কাজেই আমি বড় , না তুমি বড় এই নিয়ে লড়াই ঝগড়া করার কোনো কারন নেই। শুধু এমনটাই বা কেন, পরীক্ষা খারাপ হয়েছে, মনটা ভালো নেই, কিছু করতে হবে না, আকাশের দিকে তাকান। মহাকাশের দিকে তাকিয়ে থাকুন, তারা দেখুন। মহাকাশের ওপর এক অডিও ভিডিও বিজ্ঞান প্রদর্শন করতে গিয়ে এসব কথা জানালেন স্কাই ওয়াচার্স এসোসিয়েশন অফ নর্থবেঙ্গলের প্রধান কর্ণধার তথা বিশিষ্ট মহাকাশপ্রেমী দেবাশিস সরকার। বুধবার ১৫ জানুয়ারি রাতে শিলিগুড়ি মহকুমার খড়িবাড়ি থানার বুড়াগঞ্জ অঞ্চলের দুধাজোতে অবস্থিত তরাই বি এড কলেজ চত্বরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ওইসব কথা অসাধারণ প্রদর্শনীর সময় মেলে ধরেন দেবাশিসবাবু। আসলে শিলিগুড়ি তরাই এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির ব্যবস্থাপনায় ভারত স্কাউটস এন্ড গাইডসের শিলিগুড়ি সাবারম্যান লোকাল এসোসিয়েশনের সহযোগিতায় আয়োজিত এক প্রকৃতি পাঠ শিবিরে মহাকাশ বিজ্ঞান নিয়ে সংক্ষেপে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মেলে ধরেন দেবাশীসবাবু এবং তাঁর সহযোগি সদস্যরা। সেই সময় ভারতের চন্দ্র যান এবং আদিত্য এল ওয়ান উৎক্ষেপন নিয়েও উল্লেখযোগ্য তথ্য মেলে ধরা হয়। বহু বছর ধরে শিলিগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে আকাশ পর্যবেক্ষন, মহাকাশ বিজ্ঞান নিয়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ছবি সহ মেলে ধরছেন দেবাশীসবাবুরা। তাতে বহু ছেলেমেয়ে উপকৃত হচ্ছে। এবং তাদের সেই মহাকাশ বিজ্ঞান বিষয়ক তথ্য চিত্র এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়ে অনেকের মধ্যে মহাকাশ বিজ্ঞান নিয়ে উৎসাহ দেখা দিচ্ছে। এমনকি ভারতের মহাকাশ বিজ্ঞানীরা যখন আদিত্য এল ওয়ানকে সূর্য নিয়ে কাজ করার জন্য পাঠাচ্ছে সেই সময় কিছু যন্ত্রাংশ তৈরির কাজে যাদের অবদান ছিলো তার মধ্যে একজন একসময় দেবাশিসবাবুদের তত্বাবধানে মহাকাশ অনুসন্ধান শুরু করেছিলেন।

আসলে এই মানুষ জীবন সত্যিই ক্ষুদ্র। সময়ও অতি সংক্ষিপ্ত। মহাবিশ্ব, এই গ্যালাক্সি নিয়ে যদি আমরা একটু মনোনিবেশ করি তবে বুঝতে পারবো, আমরা কতটা ক্ষুদ্র। কাজেই আমি বড়, আমি বড় ভাব নিয়ে পরস্পর রেষারেষি বা যুদ্ধ করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। মহাকাশের অসীমতা আমাদের আমিত্বের অহঙ্কারকে আরও খান খান করে ভেঙে দেয়।

মহাকাশ বিজ্ঞান, এই সৌরজগৎ এর সকল শক্তির আঁধার যে সূর্য সেই বিষয়েও সুন্দর সুন্দর তথ্য ধরেন যা উপস্থিত সকলের মন কেড়ে নেয়। এরপর বুধবার রাতেই তরাই বি এড কলেজ চত্বরে বিরাট টেলিস্কোপের সাহায্যে সকলকে চাঁদের পাহাড়, চাঁদের মধ্যেকার গর্ত প্রভৃতি দেখানোর ব্যবস্থা হয়। প্রকৃতি পাঠ শিবিরে যোগ দেওয়া সব ছাত্রছাত্রী ঘন কুয়াশার মধ্যে লাইন দিয়ে টেলিস্কোপের সাহায্যে চাঁদ দেখতে উৎসাহী হয়। গত ১২ জানুয়ারি থেকে তরাই এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি এই স্কাউটিং ক্যাম্প, প্রকৃতি পাঠ শিবির, গ্রামীন জনজীবন পর্যবেক্ষনের আয়োজন করে। ১৬ জানুয়ারি তা শেষ হয়। এরমধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলো আকাশ দেখার ব্যবস্থা। তরাই এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক পুষ্পজিৎ সরকার জানিয়েছেন, প্রায় ১৪০ জন ছাত্রছাত্রী এই স্কাউটিং এবং প্রকৃতি পাঠ শিবিরে যোগ দেয়।

দেশাত্মবোধের ভাবনায় মুরলীগঞ্জ হাইস্কুল

বাপি ঘোষ

চারপাশে চা বাগান, রয়েছে অনেক আনারস বাগানও। এলাকায় বহু মানুষ আর্থিক এবং শিক্ষার দিক থেকে অনগ্রসর। দুবেলা অন্ন যোগাড় করাই যে এলাকায় বহু মানুষের কাছে এক চ্যালেঞ্জ, সেই এলাকায় একটি সরকারি স্কুলের মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারের এক ব্যতিক্রমী পরিবেশ তৈরি করা সহজ কাজ নয়। সেই কঠিন কাজটি কিন্তু ধারাবাহিক প্রয়াসের মাধ্যমে আজ অত্যন্ত সহজ সরল করে তুলেছে একটি সরকারি স্কুল।

হ্যাঁ, শিলিগুড়ি মহকুমার বিধান নগরের মুরলীগঞ্জ হাইস্কুল সেই সরকারি স্কুল, যেখানে আজ ইংরেজি মাধ্যম থেকেও ভর্তি হওয়ার জন্য ছাত্রছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকদের মধ্যে আগ্রহ দেখা দিয়েছে। প্রায় প্রতিদিনই ইংরেজি মাধ্যম স্কুল থেকে ছেলেমেয়েরা এই সরকারি স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য রীতিমতো লাইন দিচ্ছে।

পঁচিশ বছর আগে, ২০০০ সালে , মাত্র ৬৫ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে চা বাগান ও আনারস বাগান ঘেরা এক প্রত্যন্ত গ্রামীন এলাকায় যাত্রা শুরু হয়েছিল এই মুরলীগঞ্জ হাইস্কুলের। ২০০৪ সালেও সেখানে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ছিল ১৬৫ জন এবং স্কুলটি তখনও অষ্টম শ্রেনী পর্যন্ত জুনিয়র হাইস্কুল। সামান্য একটি টিনের চালাঘরের মধ্যে চলতো স্কুলের পড়াশোনা। তখন স্কুলের জমিও ছিল দুএকর, আর আজ তা পৌঁচেছে দশ বিঘায়। ২০০৫ সালে স্কুলটি উন্নীত হয় মাধ্যমিক পর্যায়ে। এখন তা উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে পৌঁচেছে আর আজকের দিনে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ২৫৩৯ জন।

আজকের দিনে কি নেই এই সরকারি স্কুলে--

টিনের চালাঘর থেকে স্কুলের পরিকাঠামো আজ বিরাট বিল্ডিংয়েরই রুপ নেয়নি, সুসজ্জিত শ্রেণী কক্ষ থেকে শুরু করে প্রজেক্টের রুম, জিওগ্রাফি ল্যাব রয়েছে এই স্কুলে। তার সঙ্গে দূরদূরান্ত থেকে ছাত্রছাত্রীদের আনার জন্য বাস পরিষেবা, পুলকার, অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা, ছাত্রীদের জন্য স্যানিটারি ন্যাপকিন ভেন্ডিং মেশিন, ২২টি বাথরুম সর্বক্ষনের জন্য। শিক্ষার্থীদের জন্য স্বল্পমূল্যে কুডো প্রশিক্ষন, রেনসি সহদেব বর্মনের প্রশিক্ষনে কুডোতে জাতীয় স্তরে পুরস্কারের সুযোগ, প্রতিটি ক্লাসের জন্য স্মার্ট ক্লাসের সুবন্দোবস্ত, ছাত্রছাত্রীদের জন্য সুসজ্জিত মনোরম পরিবেশ ও খেলার মাঠ, সাংস্কৃতিক চর্চার সুযোগ, উন্নত মানের মিড ডে মিলের ব্যবস্থা যা রাজ্য ও জাতীয় স্তরে প্রশংসিত, ভিডিও কনফারেন্সর মাধ্যমে অভিভাবকদের সাথে মিটিং এর সুযোগ, দূরবর্তী ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ের সংলগ্ন বেসরকারি নার্সিং হোমে প্রাথমিক চিকিৎসার সুযোগ। ২০২৪ সাল থেকে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে পরীক্ষার ফলাফল দেখার সুযোগ, ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রতিবছর ভ্রমনের ব্যবস্থা, নিয়মিত মোটিভেশনাল ক্লাস ও মাসিক-ভিত্তিক ক্লাস টেস্টের ব্যবস্থা, ওয়াটার বেলের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে জলপানের ব্যবস্থা, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রদের ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং এর সুযোগ যা তাদের বৃহত্তর কর্মজগতে প্রবেশে সাহায্য করবে।

ছাত্রছাত্রীদের কাছে স্কুলকে আকর্ষনীয় করে তুলতে এবং স্কুলে আসার প্রবনতা বৃদ্ধি করতে স্কুলে শিশু বান্ধব পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। খরগোশ, বিভিন্ন পাখির কিচিরমিচির শুনতে বা দেখতে স্কুলে রয়েছে বিরাট খাঁচা। রয়েছে রঙিন মাছের অ্যাকোরিয়াম। রয়েছে বাস্তু তন্ত্রের স্বার্থে পুকুর। পড়াশোনার ফাঁকে এই ধরনের পরিবেশ ছাত্রছাত্রীদের মনকে আরও উজ্জীবিত করে তোলে স্কুলের প্রতি। ফুলের মতো শিশুদের মনকে প্রকৃতির কাছে নিয়ে যেতে স্কুল চত্বরে ফুলের বাগান, প্রকৃতির এক অন্যরকম পরিবেশ গড়ার প্রয়াস চলে। স্কুলের মেয়েদের কথা চিন্তা করে স্কুলের টয়লেট চত্বরে রয়েছে ন্যাপকিন ভেন্ডিং মেশিন।সেই মেশিন থেকে ছাত্রীরা স্যুইচ দিলেই অটোমেটিক ন্যাপকিন বেরিয়ে আসে। স্কুলের সমস্ত বাথরুম যাতে সবসময় ঝকঝকে তকতকে থাকে তারজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে।

ছেলেমেয়েদের আত্মরক্ষার জন্য এই স্কুলে সেলফ ডিফেন্স শেখাটা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য তথা পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার কথা চিন্তা করে রয়েছে হাত ধোয়ার বিশেষ বন্দোবস্ত। স্কুলকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কোথাও কোনো খামতি থেকে যাচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য গোটা স্কুল সিসি ক্যামেরায় মুড়ে দেওয়া হয়েছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক থেকে বিভিন্ন শিক্ষাকর্মীর হাতে রয়েছে ১২টি ওয়াকিটকি যার মাধ্যমে বিভিন্ন কাজকে আরও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে।

স্কুলের একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর অনগ্রসর ছাত্রছাত্রীদের জন্য মাসিক কিস্তিতে পাঠ্য পুস্তক কেনার বন্দোবস্তও শুরু হয়েছে। অর্থের অভাবে পাঠ্য পুস্তক সংগ্রহ করতে না পারায় কোনো ছাত্রছাত্রী যাতে পিছিয়ে না পড়ে তারজন্য বিশেষ কিস্তিতে বই প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

শিক্ষার গুনগত মানের দিকেও নজর দিয়েছে এই স্কুল। ফলে ত্রিশ চল্লিশ কিলোমিটার দূর থেকেও প্রত্যন্ত গ্রামের অভিভাবকরা ছেলেমেয়েদের এই স্কুলে পড়তে পাঠাচ্ছেন।

মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় এই স্কুল আজ উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখাতে পারছে। ২০১৬ সালে এই স্কুলের দিলরুবা খানম ৪৮০ নম্বর পেয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যে দশম স্থান অধিকার করে। ২০১৭ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় শম্ভু দাস ৪৬৬ নম্বর পেয়ে এই স্কুল থেকে রাজ্যে ২৪তম স্থান অধিকার করে। ২০১৮ সালে উচ্চ মাধ্যমিকে ছেলেদের মধ্যে রাজ্যে ৪৭৫ নম্বর পেয়ে ১৬তম স্থান অধিকার করে প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস। ২০২৪সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় মেয়েদের মধ্যে জেলাতে প্রথম স্থান অধিকার করে জ্যোতি ওরাও, প্রাপ্ত নম্বর ৬৫১। সামগ্রিকভাবে বিগত চার বছরে এই স্কুলের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলও কিন্তু নজর কাড়ার মতোই। ২০২৪ সাল-- পাশের হার ১০০ শতাংশ, ২০২৩--পাশের হার ৯৯.১৩ শতাংশ, ২০২২--পাশের হার ১০০ শতাংশ, ২০২১ ---পাশের হার ৯৯.০১ শতাংশ। ২০২২ সালে উচ্চ মাধ্যমিকে ফার্স্ট ডিভিশনে এই স্কুলে পাশের হার ছিল ১০০ শতাংশ। শিক্ষার গুনগত মান থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে একটি সরকারি স্কুল হিসাবে দৃষ্টান্ত তৈরি করায় এই স্কুলের ভাগ্যে অনেক পুরস্কারও এসেছে। ২০১৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে বিদ্যালয়ের পরিচ্ছন্নতা, নান্দনিকতা, শিশু বান্ধব পরিবেশ, উন্নয়ন ইত্যাদির জন্য রাজ্য স্তরে মুরলীগঞ্জ হাইস্কুলকে যামিনী রায় পুরস্কার দেওয়া হয়। ২০১৩ সালে জেলা স্তরে দেওয়া হয় শিশু মিত্র পুরস্কার। ২০১৩ সালেই আবার নির্মল বিদ্যালয় পুরস্কারে ভূষিত হয় এই বিদ্যালয়। ২০১৩ সালে ইউনিসেফ ও ভারত সরকারের উদ্যোগে বিশ্বের জার্মানি, ফিলিপাইন, আফগানিস্তান, যুক্তরাষ্ট্র, নেপাল, ভুটান সহ ১৩টি দেশের প্রতিনিধিরা এই বিদ্যালয় পরিদর্শনে আসেন।

সুষ্ঠু পরিচালনা ও পরিবেশ বান্ধব পদক্ষেপের জন্য ২০২১ সালে দ্য টেলিগ্রাফ স্কুল অ্যাওয়ার্ড অফ এক্সিলেন্স দেওয়া হয় এই স্কুলকে। এছাড়াও ২০২৩ সালে একমাত্র সরকারি বিদ্যালয় হিসাবে দ্য টেলিগ্রাফ অ্যাওয়ার্ড হিসেবে ভূষিত এই স্কুল।

চা শ্রমিক, জনমজুর, কৃষক পরিবার থেকে উঠে আসা ছেলেমেয়েরা এই স্কুল থেকে পড়াশোনা করে বেরিয়ে আজ বিভিন্ন পেশায় উচ্চ পদে আসীন। কোথাও কেউ চিকিৎসক, কেউ ইঞ্জিনীয়ার, কেওবা অধ্যাপক-- যা তাদের হতদরিদ্র অভিভাবকরা একসময় স্বপ্নেও কল্পনা করেননি।

এই স্কুলে ছাত্র জীবন থেকেই ছেলেমেয়েদের সামাজিক দায়বদ্ধতা শেখানো হয় যাতে ভবিষ্যতে তাঁরা দেশ ও সমাজের সেবায় সঠিকভাবে আত্মনিয়োগ করতে পারে। তাদের স্কুল জীবন থেকেই জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বড় কিছু করার স্বপ্ন দেখানো হয়।

ধর্ম নয়, জাতি নয়-- আমার পরিচয় আমি মানুষ, আমি ভারতবাসী-- তাই মানুষে মানুষে সৌভ্রাতৃত্ববোধ, পরস্পর সম্প্রীতি এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য-- ভারতবর্ষের এই মূল সুরের বন্ধন ছাত্র জীবন থেকেই ছেলেমেয়েদের মনে গেঁথে দেওয়ার চেষ্টা হয় শৈশব থেকেই। স্কুলে দেওয়া হয় মনুষ্যত্বের পাঠ, তাই ছেলেমেয়েদের মধ্যে টিফিনটাও ভাগাভাগি করে নেওয়ার প্রবনতা বেশ প্রচলিত।

এককথায় বিভিন্ন দিক থেকে বিচার করে একজন ছাত্র যাতে আগামী দিনে দেশের সুনাগরিক তৈরি হতে পারে তারজন্য প্রধান শিক্ষক সামসুল আলম থেকে শুরু করে সমস্ত শিক্ষক অশিক্ষক কর্মী একসঙ্গে মনপ্রাণ ঢেলে নিজেদের উৎসর্গ করে রেখেছেন।

যার জন্য আজ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সরকারি স্কুলের শিক্ষক এবং পরিচালন সমিতির সদস্যরা শুধুমাত্র এই স্কুল দেখতে আসছেন, জানতে আসছেন রহস্য কি--- কেন আজ দেশের মধ্যে এক ব্যতিক্রমী মডেল স্কুল হয়ে উঠেছে এই স্কুল। বিভিন্ন স্কুলের প্রতিনিধি এই স্কুল পরিদর্শন করে এতোটাই সন্তুষ্ট হচ্ছেন যে তাঁরা তাদের নিজেদের স্কুলে ফিরে গিয়ে তাদের স্কুলকেও সেই ভাবেই গড়ে তোলার অঙ্গীকার করছেন। এভাবেই যদি মুরলীগঞ্জ হাইস্কুলের মডেল রাজ্য থেকে গোটা দেশের বিভিন্ন স্কুলে ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং সব স্কুলে সেই সব নীতি কার্যকর হতে থাকে তবে শিক্ষা সর্বোপরি ভবিষ্যতের এক সৌন্দর্যময় ভারত গড়তে যে বেশি বেগ পেতে হবে না, তাতো বলাই বাহুল্য।

কেন আমরা নিয়মিত নদী পুজো করবো ?
শিলিগুড়িতে মহানন্দা আরতি অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ নদী ছাড়া আমাদের সমাজ সভ্যতা অচল। বৃহত্তর ভারতীয় বৈদিক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল সরস্বতী নদীর ধারে। ঋগ্বেদের আদি মন্ত্রগুলোর জন্ম কিন্তু হয়েছিল নদীর ধারে। বৈদিক ভারতীয় সভ্যতায় আর্য ঋষিদের তপস্যা বা যোগ সাধনার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিলো নদী তীরবর্তী এলাকা। সরস্বতী নদী থেকেই সরস্বতী পুজো এবং সরস্বতীর বাহন হাঁস আসে বলে অনেক ব্রাহ্মন পন্ডিত জানাচ্ছেন। আবারও নদীর গুরুত্ব নিয়ে আধুনিক পরিবেশবিদ এবং নদী বিশেষজ্ঞরা বলেন, বর্তমান সভ্যতা এবং আগামী প্রজন্ম বিলুপ্ত হয়ে যাবে যদি নদীগুলো মরে যায়। তাঁরা বলছেন, কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও নদীর ভূমিকা অপরিসীম। মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হলো নদী। নদীর ধারেই পৃথিবীর সব সভ্যতা গড়ে উঠেছে। দেশের কৃষি, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, সেচ, জলপথ পরিবহন, পানীয় জলের যোগান, মাছ উৎপাদন সবকিছুই নির্ভর করে নদীর ওপর। দেশের মোট মাছের যা চাহিদা রয়েছে তার সত্তর শতাংশ আসে নদী থেকে। বেশ কিছু প্রাণী তাদের প্রজাতির জীবনচক্র বাঁচিয়ে রাখতে নদীর ওপর নির্ভরশীল। তাই বিশেষজ্ঞরা বারবার বলছেন, নদীর মধ্যে কেউ ময়লা ফেলবেন না। নদীর ধারে বেশি বেশি করে সবাই বৃক্ষরোপন করুন। মাটির ক্ষয় প্রতিরোধ করা এবং নদীকে ভালো রাখতে গাছেদেরও ভূমিকা রয়েছে। বিশেষজ্ঞরা এতো কিছু বলা সত্বেও কিছু অসভ্য এবং বর্বর মানুষ দিনের পর দিন নদীর মধ্যে ময়লা ফেলছেন, নদী প্রবাহিত হওয়ার রাস্তায় পাকা ইমারত তৈরি করছেন। ফলে নদীগুলো আজ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে। অথচ নদী আমাদের কাছে পুজো বা ভক্তি করবার এক শ্রদ্ধায় রয়েছে। গঙ্গাকেতো আমরা দেবী হিসাবে পুজো করি। কোথাও কোনো অশুদ্ধ কাজ হলে আমরা গঙ্গা জল ছিটিয়ে দিই সেই স্থানকে শুদ্ধ বা পবিত্র করার জন্য।

গঙ্গা ভারতের অন্যতম প্রধান নদী হলেও অন্য সব নদীগুলোরও গুরুত্ব রয়েছে। উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি শহরে প্রধান নদী হলো মহানন্দা নদী। তাই মহানন্দা নদীর প্রতি সমস্ত মানুষের শ্রদ্ধা ভক্তি বৃদ্ধি করতে প্রতি পূর্ণিমায় শিলিগুড়িতে মহানন্দা আরতি এবং মহানন্দা পুজোর আয়োজন করে মহানন্দা বাঁচাও কমিটি এবং নমামি গঙ্গে। সেই দিকে তাকিয়ে ১৩ জানুয়ারি সোমবার বিকালে প্রচন্ড হাওয়া, হালকা বৃষ্টি এবং কনকনে পৌষের শীত উপেক্ষা করে মহানন্দা আরতি সম্পন্ন হয়। এই মহানন্দা আরতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক জ্যোৎস্না আগরওয়ালা বলেন, শীত বৃষ্টি হলেও তাঁরা মহানন্দা আরতি থেকে পিছু হটছেন না। ১৩ জানুয়ারি পূর্ণিমা তিথিতে নিষ্ঠার সঙ্গে মহানন্দা আরতি হয়। আগামী প্রজন্মের স্বার্থে তথা পরিবেশের স্বার্থে সকলকে মহানন্দা বাঁচাতে এগিয়ে আসার আবেদন জানান জ্যোৎস্নাদেবী।

দেশপ্রেমের ভাবনায় আইসিএইচএফআর

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন ছিলো। সেই বিশেষ দিনকে সামনে রেখে বিশেষভাবে সক্ষম ভাইবোনদের কিছু সেবা প্রদান করে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল ফর হিউম্যান এন্ড ফান্ডামেন্টাল রাইটস। সংস্থার কেন্দ্রীয় কমিটির কর্মকর্তা পিন্টু ভৌমিক বলেন, স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে প্রতি বছর তাঁরা ওই বিশেষ দিনে মানবিক সেবামূলক কাজ করে থাকেন। এবারও করেছেন। বিশেষভাবে সক্ষমদের হুইল চেয়ার প্রদান ছাড়াও কানে শোনার মেশিন তাঁরা প্রদান করে থাকেন। আবার মহিলাদের স্বনির্ভরতার জন্যও তাঁরা কিছু উদ্যোগ নিয়ে থাকেন। যেমন সেলাই মেশিন প্রদান। অতীতে বেশ কয়েকজনকে তাঁরা সেলাই মেশিন প্রদান করেছেন। সেইসব মেশিন প্রদানের জেরে এবং তাদের উৎসাহের জেরে এখন বেশ কয়েকজন অনগ্রসর মহিলা এবং বিশেষভাবে সক্ষম যুবকরা দুটা পয়সা রোজগার করছেন।

পিন্টু ভৌমিক আরও বলেন, বিভিন্ন কারনে গুরুত্বপূর্ণ জানুয়ারি মাস। এই মাস দেশপ্রেমের মাস। ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন। আবার ১২ জানুয়ারি মাস্টারদা সূর্যসেনের প্রয়ান দিবস। ২৩শেজানুয়ারি নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মদিন। ২৪শে জানুয়ারি জাতীয় শিশু কন্যা দিবস। এরপর ২৬শে জানুয়ারি দেশের সাধারণতন্ত্র দিবস। এই বিশেষ মাসকে স্মরন করে তাঁরা বিভিন্ন মানবিক ও সামাজিক কর্মসূচি গ্রহন করেছেন। অনগ্রসর শিশু কন্যাদের তাঁরা গরম বস্ত্র এবং শিক্ষা সামগ্রী বিতরন করে থাকেন। দেশ প্রেম স্মরনে সকলকে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ বর্জনের আবেদন জানান পিন্টুবাবু। তিনি বলেন, প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ আমাদের পরিবেশের ক্ষতি করছে। তাই প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ এবং থার্মোকল বর্জনের মাধ্যমে আমরা পরিবেশ তথা দেশ প্রেমের উদাহরন তৈরি করতে পারি। প্লাস্টিক বা থার্মোকলের প্লেটের পরিবর্তে আমরা শাল পাতার প্লেট, শাল পাতার থালা, মাটির গ্লাস ব্যবহার করতে পারি।

প্রকৃতপক্ষে ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল ফর হিউম্যান এন্ড ফান্ডামেন্টাল রাইটসের তরফে সারা বছর ধরেই দেশের কথা চিন্তা করে নানারকম কর্মসূচি গ্রহন করা হয়। এরমধ্যে সাইবার সচেতনতার জন্য আলোচনা সভা যেমন হয়েছে তেমনই অনগ্রসর চা বাগান এলাকাতে বস্ত্র ও খাদ্য বিতরন হয়েছে। বিধান নগরের ভীমভার দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়ে গিয়েও তাদের পাশে দাঁড়ানো হয়েছে। আবার বহু দৃষ্টিহীনকে প্রদান করা হয়েছে স্টিক যাতে তাদের চলাফেরা করতে সুবিধা হয়। বিভিন্ন সময় নানা এলাকাতে পরিবেশের কথা চিন্তা করে বৃক্ষরোপন করা হয়েছে। সমাজ ও দেশের কথা চিন্তা করে শুধু বছরে একদিন বা দুদিন নয়, সারা বছর ধরেই তাঁরা দেশ প্রেমের জন্য নানান কাজ চালিয়ে যেতে চান বলে পিন্টুবাবু জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত পিন্টুবাবুদের এই কাজের জন্য তাদের সদস্য সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। পিন্টুবাবুও একসময় শুধু দার্জিলিং জেলার দায়িত্বে ছিলেন, পরবর্তীতে তাঁর কাজ করার আগ্রহ , কর্মদক্ষতা এবং সাংগঠনিক দক্ষতা দেখে সব সদস্য মিলে তাঁকে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির দায়িত্বে নিয়ে এসেছেন। নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে বহু কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন পিন্টুবাবু আর সেই সব কাজের সব নমুনা তিনি সবসময় সংবাদ মাধ্যমের গোচরে আনেন না। চুপচাপ নিঃশব্দেও অনেক কাজ করেন তিনি। যা এক নজির।

দিল্লির জাতীয় যুব উৎসবে পুরস্কৃত শিলিগুড়ির মুনমুন সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ কেন্দ্রীয় সরকার আয়োজিত দিল্লির জাতীয় যুব উৎসবে পুরস্কৃত হলেন শিলিগুড়ির ব্যতিক্রমী টোটো চালক মুনমুন সরকার। গোটা বাংলা থেকে এবার দিল্লির জাতীয় যুব উৎসবে ১২জন পুরস্কৃত হয়েছেন। তারমধ্যে শিলিগুড়ির ব্যতিক্রমী টোটো চালক মুনমুন সরকার ছাড়াও রয়েছেন বিশিষ্ট সমাজসেবী পৌলমী চাকি নন্দী। ১০ থেকে ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত এই যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয় দিল্লিতে। ১২ জানুয়ারি রবিবার এই উৎসবের শেষ দিনে বক্তব্য রাখেন প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আর প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজন সারতে পেরে আপ্লুত মুনমুন সরকার। রবিবার ১২ জানুয়ারি রাতে দিল্লি থেকে মুনমুন সরকার ফোনে খবরের ঘন্টাকে এইসব তথ্য জানিয়েছেন। করোনার সময় নিজের জীবন বিপন্ন করে বহু করোনা আক্রান্তকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছেন মুনমুন সরকার যা এক ব্যতিক্রমী ঘটনা। করোনা বিদায় নেওয়ার পরও মুনমুন সরকার সামাজিক কাজ থেকে পিছু হটেননি। করোনার সময় অত্যন্ত ভালো কাজ করলেও কিছু মানুষ মুনমুনদেবীর টোটোতে ঢিল মেরে তাঁকে করোনাদিদি বলে উত্যক্ত করেছেন। তারপরও সামাজিক ও মানবিক কাজ থেকে পিছু হটেননি মুনমুনদেবী। একজন মহিলা হয়ে তিনি যে কাজ করেছেন তা এক বিরল ঘটনা। জাতীয় যুব উৎসবে কেন্দ্রীয় সরকার এবার তাঁকে স্বীকৃতি জানালো। দিল্লিতে একটি ফাইভ স্টার হোটেলে সরকারি অভ্যর্থনায় রাখা হয় মুনমুনদেবীকে। শিলিগুড়ির মেডিকেল মোড় নিবাসী লিভ লাইফ হ্যাপিলি অর্গানাইজেশনের বিশিষ্ট সমাজসেবী পৌলমী চাকি নন্দীও দিল্লির এই জাতীয় যুব উৎসবে পুরস্কৃত হয়েছেন । করোনার সময় পৌলমীদেবীও অসাধারণ মানবিক সেবামূলক কাজ করেছেন। তাছাড়া অনগ্রচর চা বাগান বস্তি এলাকায় বহু ছেলেমেয়েকে সারা বছর ধরে বিভিন্ন রকম সেবা দিয়ে আসছেন পৌলমীদেবী।

তরাই বি এড কলেজে প্রকৃতিপাঠ শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিলিগুড়ি তরাই এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির ব্যবস্থাপনায় শিলিগুড়ি মহকুমার খড়িবাড়ি থানার বুড়াগঞ্জ দুধাজোতে অবস্থিত তরাই বি এড কলেজে রবিবার ১২ জানুয়ারি থেকে শুরু হয় এক স্কাউট, প্রকৃতি পাঠ এবং গ্রামীন আউটরিচ কর্মসূচি। ১২জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে এই শিবির সূচনায় ১২০জন প্রকৃতি পাঠ শিবিরে অংশ নেন বলে শিবিরের কো-অর্ডিনেটর পুষ্পজিৎ সরকার জানিয়েছেন। ভারত স্কাউটস এন্ড গাইডসের শিলিগুড়ি সাব আরবান লোকাল এসোসিয়েশন খড়িবাড়ি থেকে এই শিবিরের জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। কিছু কিশোর এবং যুবকও সেই শিবিরে যোগ দিয়েছে। ছেলেমেয়েরা বেশি বেশি করে প্রকৃতির কাছে যাক, সবাই বেশি বেশি করে প্রকৃতি পরিবেশকে ভালোবেসে প্রকৃতি রক্ষা করার কাজে নামুক-- এই বার্তা দেওয়া হয় সেই শিবির থেকে। ১৬ জানুয়ারি পর্যন্ত সেই শিবির চলে। শিবির শুরুর দিনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হয়।

জাতীয় স্ট্রেংথ লিফটিংয়ে চ্যাম্পিয়নস অফ চ্যাম্পিয়ন শিলিগুড়ির শর্মিষ্ঠা লাহিড়ী, স্বামীজি স্মরন

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, স্ট্রেংথ ইজ লাইফ, উইকনেস ইজ ডেথ। ১২ জানুয়ারি স্বামীজির জন্মদিন জাতীয় যুব দিবসে এই বার্তাটিই বারবার দিলেন শিলিগুড়ি উত্তর ভারতনগর নিবাসী জাতীয় স্ট্রেংথ লিফটিংয়ে চ্যাম্পিয়নস অফ দ্য চ্যাম্পিয়ন শর্মিষ্ঠা লাহিড়ী। গত পয়লা জানুয়ারি থেকে ৫ই জানুয়ারি পর্যন্ত হরিয়ানাতে জাতীয় স্ট্রেংথ লিফটিংয়ের আসর বসলে তাতে বাংলা তথা শিলিগুড়ির জয়জয়কার হয়। মহিলাদের চারটে বিভাগে গোটা দেশের ৫০ জন মহিলা খেলোয়াড়কে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়নস অফ দ্য চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন শিলিগুড়ির শর্মিষ্ঠা লাহিড়ী। শর্মিষ্ঠাদেবীর শিশু কন্যা ১২ বছর বয়সী আস্থা লাহিড়ীও সেই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে সাব জুনিয়র বিভাগে দুটো রুপা জিতেছে। আবার শিলিগুড়ির পায়েল বর্মনও সেই প্রতিযোগিতায় শিলিগুড়ি থেকে অংশ নিয়ে পদক জয়ী হয়েছেন। ১২ জানুয়ারি রবিবার শিলিগুড়ি ভারত নগরের তরুন তীর্থ ক্লাব মাঠে পদকজয়ী শর্মিষ্ঠাদেবী সহ অন্যদের সংবর্ধনা প্রদান করেন তরুন তীর্থ এবং রামকৃষ্ণ ব্যায়াম শিক্ষা সংঘের খেলোয়াড় তথা সদস্যরা। সেখানে স্ট্রেংথ লিফটিংয়ে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন শর্মিষ্ঠা লাহিড়ী বলেন, স্বামী বিবেকানন্দকে স্মরন করা আমাদের সার্থক হবে তখনই যখন আমরা স্বাস্থ্য রক্ষা করতে খেলাধূলার প্রতি নজর দেবো। স্বাস্থ্যই জীবনের অমূল্য সম্পদ। তাই জাতীয় যুব দিবসে স্বামীজিকে স্মরন করে শর্মিষ্ঠাদেবী সমস্ত যুব সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে মাঠমুখী হওয়ার আবেদন জানান। শর্মিষ্ঠাদেবী আরও জানিয়েছেন, আগামী দুই তিন মাসের মধ্যে শিলিগুড়িতে তাঁরা পূর্ব ভারতের আটটি রাজ্য নিয়ে স্ট্রেংথ লিফটিংয়ের আসর বসাতে উদ্যোগ নিচ্ছেন। তারজন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। হরিয়ানায় অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল স্ট্রেংথ লিফটিং এন্ড ইনক্লাইন বেঞ্চ প্রেস চ্যাম্পিয়নশীপে মহিলাদের বিভাগে চ্যাম্পিয়নস অফ দ্য চ্যাম্পিয়ন হওয়াতে সেদিন অনেকেই শর্মিষ্ঠাদেবীকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানিয়েছেন।

ফিটনেস ফার্স্ট বার্তাকে সামনে রেখে খড়িবাড়িতে ম্যারাথন দৌড়

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ একদল ছেলেমেয়ের মধ্যে মোবাইল আসক্তি দেখা দিয়েছে। একদল ছেলেমেয়ের মধ্যে নেশা বা মাদক গ্রহনের প্রবনতা বাড়ছে। সেই দিকে তাকিয়ে ফিটনেস ফার্স্ট বার্তাকে সামনে রেখে রবিবার শিলিগুড়ি মহকুমার খড়িবাড়িতে সাত কিলোমিটার ম্যারাথন দৌড়ের আয়োজন করা হয়। খড়িবাড়ি স্কুলের মাঠ থেকে খড়িবাড়ির তরাই বি এড কলেজ পর্যন্ত সেই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। তরাই এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির ব্যবস্থাপনায় তরাই স্পোর্টস একাডেমি এই ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। পুরুষ মহিলা মিলিয়ে প্রায় আড়াইশো জন প্রতিযোগী এতে অংশগ্রহন করে। প্রতিযোগিতা ঘিরে সকাল থেকেই খড়িবাড়ি ও তার আশপাশে ব্যাপক উদ্দীপনা দেখা দেয়। এমনকি নেপাল থেকেও কয়েকজন প্রতিযোগী এতে অংশগ্রহন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খড়িবাড়ি থানার ওসি, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান পরিমল সিনহা, তরাই এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক পুস্পজিৎ সরকার সহ আরও অনেকে। উপস্থিত সকলেই এই আয়োজনের প্রশংসা করেন। পুরস্কারের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয়,তৃতীয় ছাড়াও পুরুষ ও মহিলা বিভাগে দশজন করে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত তরাই এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি গ্রাম এলাকায় এক সুস্থ পরিবেশ তৈরি করতে নানান কর্মসূচি গ্রহন করেছে। ৮ জানুয়ারি শিলিগুড়ি তরাই এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি পরিচালিত শিলিগুড়ি প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ এবং শিলিগুড়ি তরাই বি এড কলেজের বার্ষিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। তাতে সেখানকার বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে প্রাক্তনীদের মেলবন্ধন হয়। এ উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হয়। অপরদিকে তরাই এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি পরিচালিত তরাই ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের প্রতিষ্ঠা দিবস ছিলো ১০ জানুয়ারি। খড়িবাড়ির বুড়াগঞ্জ দুধাজোতে তরাই এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির এইসব বিভিন্ন কর্মসূচি ঘিরে এলাকার ক্রীড়া,সংস্কৃতি এবং শিক্ষাপ্রেমীদের মধ্যে এক উদ্দীপনা তৈরি হয়। এর বাইরে আবার ১২ জানুয়ারি থেকে পাঁচ দিনের জন্য ওই এলাকায় এক প্রকৃতি পাঠ এবং স্কাউটস শিবিরের আয়োজন করা হয়। গ্রামীন জনজীবন, পরিবেশ প্রকৃতি নদী সবমিলিয়ে এই প্রকৃতি পাঠ শিবির ঘিরেও উৎসাহের বাতাবরন তৈরি হয় বলে তরাই এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক পুস্পজিৎ সরকার জানিয়েছেন।

বিশ্ব কবির ভাবনাকে সামনে রেখে শিক্ষার মাধ্যমে গ্রামীন উন্নয়নে চলছে অসামান্য প্রয়াস, ষষ্ঠতম প্রতিষ্ঠা দিবসে তরাই ইন্টারন্যাশনাল স্কুল

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাম উন্নয়ন এর ওপর স্নাতকোত্তর অনার্স ডিগ্রি অর্জন করেছেন শিক্ষক পুস্পজিৎ সরকার। আর বিশ্বভারতী থেকে পাশ করে বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাবকে সামনে রেখে প্রত্যন্ত গ্রামীন এলাকায় শিক্ষা বিস্তারের জন্য নিঃশব্দে নীরবে কাজ করে চলেছেন পুস্পজিৎবাবু। তাঁর এই মহতি প্রয়াস বিভিন্ন মহলে প্রশংসা পেতে শুরু করেছে।

গ্রামের মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করাই নয়, সাহস করে মাতৃভাষা বাংলা মাধ্যমের স্কুল স্থাপনের মাধ্যমে তিনি আরও এক বিরল দৃষ্টান্ত তৈরি করেছেন। যখন ইংরেজি মাধ্যম স্কুল স্থাপন করে একটি বৃহৎ অংশের মধ্যে মাতৃভাষা বাংলাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করার প্রবনতা চলছে তখন পুস্পজিৎবাবু একেবারে প্রত্যন্ত গ্রামের মধ্যে বাংলা মাধ্যমের স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন । নাম তরাই ইন্টারন্যাশনাল স্কুল। স্কুলটির অবস্থান শিলিগুড়ি মহকুমার খড়িবাড়ির বুড়াগঞ্জ লাগোয়া দুধাজোতে। কথিত রয়েছে সত্তরের দশকে নকশালবাড়ি আন্দোলনের সময় যখন নকশালবাড়ি খড়িবাড়ি অঞ্চল অগ্নিগর্ভ সেই সময় এই বুড়াগঞ্জের প্রত্যন্ত এলাকায় বহু নকশালপন্থী গোপনে আশ্রয় নিতেন। সেখানে পুলিশের অভিযানের সময় পুলিশের সঙ্গে নকশালপন্থীদের সংঘর্ষও হোত। সেই প্রত্যন্ত বুড়াগঞ্জ থেকে আজ অন্যরকম এক শিক্ষা বিপ্লবের কাজ বাস্তবায়নের জন্য দিনরাত পরিশ্রম করে চলেছেন পুস্পজিৎবাবু। তিনি বলছেন, বিশ্বভারতীর মডেলকে অনুসরন করে তাদের এই তরাই ইন্টারন্যাশনাল স্কুল। এই স্কুলে মাতৃভাষা বাংলায় শিক্ষা দেওয়া হলেও ইংরেজি ভাষা সহ অন্য কোনো ভাষাকে তাঁরা অবহেলা করছেন না। শুধু এমন সব চিন্তাধারাই নয়, গ্রামের হতদরিদ্র এবং কার্যত অনাথ যেসব ছেলেমেয়ে রয়েছে তাদেরকে বিনাপয়সায়

ছাত্রাবাসে রেখে এবং খাওয়াদাওয়া করিয়ে মহতি এক শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন পুস্পজিৎবাবু।

পুস্পজিৎ সরকার তরাই এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক। ওই তরাই ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে রয়েছে তরাই বি এড কলেজ, তরাই নার্সিং ইন্সটিটিউট , তরাই স্পোর্টস একাডেমি। সবমিলিয়ে প্রত্যন্ত একটি এলাকায় এভাবে শিক্ষা, ক্রীড়া, সংস্কৃতি, কর্মসংস্থানের পরিবেশ তৈরির উদ্যোগকে এক বিরলতম ঘটনা বললেও ভুল হবে না। ১০ জানুয়ারি সেই তরাই ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের প্রতিষ্ঠা দিবস ছিলো। বিশ্বভারতীর মডেলকে অনুসরন করে সেই স্কুল চত্বরে সুন্দর সুন্দর ফুল গাছ এবং অন্যান্য গাছপালা দিয়ে এক অন্যরকম পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে যাতে শিশুরা শৈশব থেকেই প্রকৃতি পরিবেশের কোলে বড় হয়ে উঠতে পারে। ডিগ্রি অর্জন করেও সেই ডিগ্রি বা পড়াশোনার বাস্তবায়নের জন্য এ এক নজিরবিহীন প্রয়াস।

১০ জানুয়ারি তরাই ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এর ষষ্ঠতম প্রতিষ্ঠা দিবসের শুভলগ্নে বিদ্যালয়ের 'লেখালেখির চেষ্টা' পত্রিকার প্রথম বর্ষ প্রকাশিত হয়। এই সুন্দর শুভ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঘোষপুকুর কলেজের অধ্যক্ষা উমামাজি মুখোপাধ্যায়। শিলিগুড়ি প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ এবং শিলিগুড়ি তরাই বি এড কলেজের টিচার্স ইনচার্জ ডঃ অচিন্ত্য বিশ্বাস, তরাই এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক পুস্পজিৎ সরকার সহ আরও অনেকে।

তরাই বি এড কলেজে বার্ষিক উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ বুধবার ৮ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে শিলিগুড়ি তরাই এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি পরিচালিত শিলিগুড়ি প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ এবং শিলিগুড়ি তরাই বি এড কলেজের বার্ষিক উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। সেই উৎসবের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ডি আই রাজীব প্রামানিক, এ আই অরিন্দম রায়, মুরালিগঞ্জ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক তথা শিক্ষা রত্ন সামসুল আলম, খড়িবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা সাধনা সাহা এবং খড়িবাড়ি তারকনাথ সিন্দুরবালা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সঞ্চিতা সরকার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন লক্ষন সিং জোত জুনিয়র বেসিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক মুক্ত শীল এবং ফৌজিজোত চার্চ থেকে সিস্টার অলোকা,সিস্টার খুশবু, সিস্টার সুমন ও সিস্টার ললিতা। এই উপলক্ষ্যে শিলিগুড়ি তরাই এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক পুস্পজিৎ সরকার প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের পর সকলের উদ্দেশ্যে বক্তব্য মেলে ধরেন। এই বার্ষিক উৎসবে ২০১৭ থেকে ২০২৪ শিক্ষা বর্ষের প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত ও প্রশিক্ষনরত ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি উৎসবকে অন্য মাত্রায় পৌঁছে দেয়। প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের উত্তরীয় ও স্মারক প্রদানের মাধ্যমে সন্মানিত করা হয় এবং নতুন প্রশিক্ষণার্থীদের স্বাগত জানানো হয়। গত ৫ই জানুয়ারি তরাই স্পোর্টস একাডেমি আয়োজিত ম্যারাথন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহনকারী প্রত্যেক খেলোয়াড়কে স্মারক প্রদান করা হয় সেই অনুষ্ঠানে এবং সেরা ১০ জন বালক বালিকাকে পুরস্কৃত করা হয়। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় সজ্জিত ছিলো সেই অনুষ্ঠান। মূল আকর্ষনের কেন্দ্র বিন্দু ছিল সমীর এবং তার দলের সঙ্গীত পরিবেশনা এবং দ্য ধুম মিউজিক ব্যান্ডের পরিবেশনা। এই উপলক্ষ্যে কলেজের পক্ষ থেকে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। প্রদর্শনীতে শিক্ষার্থীদের চিত্র কর্ম ও শিল্প কর্ম পরিবেশিত হয়। পাশাপাশি ‘প্রতিবিম্ব’ নামক দেওয়াল পত্রিকা সেখানে মেলে ধরা হয়। এছাড়া লাভিং মেমোরি প্রিন্টস এ প্রতিটি ছাত্রছাত্রীদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়। কলেজের পক্ষ থেকে প্লেসমেন্ট সেলের আয়োজন করা হয়েছিল। এই উপলক্ষ্যে কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডঃ অচিন্ত্য বিশ্বাস ছাড়াও তরাই ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক,তরাই নার্সিং ইন্সটিটিউটের বিভিন্ন শিক্ষিকা এবং সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন।

বাড়ির ছাদে কি ফল ফুলের বাগান করতে চান? গাছেদের কম্পাউন্ডার খুঁজছেন?

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ বাড়িতে কি ছাদ বাগান করেছেন নাকি? গাছগুলোর ঠিক পরিচর্যা করতে পারছেন না বুঝি? গাছে জল দেওয়ার সমস্যা, গাছে পোকা হলে সেই গাছকে বাঁচানো খুব কষ্ট সাধ্য হয়ে উঠছে বুঝি!

আরে বাবা, চিন্তার কিছু নেই। গাছের মালি, গাছের জন্য কম্পাউন্ডার সব তৈরি। এক ফোন করবেন, মালি আপনার বাড়িতে উপস্থিত হয়ে গাছে জল দিয়ে পরিচর্যা করে দেবেন।

আবার যদি আপনি নতুন হন, ছাদ বাগান করতে চান কিন্তু কিছুই জানেন না, এক ফোন করবেন, দক্ষ লোকজন সব উপস্থিত হয়ে যাবেন আপনার বাড়িতে। এরজন্য অবশ্য সামান্য কিছু অর্থমূল্য গুনতে হবে আপনাকে।

ফ্ল্যাট নগরী শিলিগুড়িতে সবুজ পরিবেশ তৈরির বাতাবরন তৈরি করতে এ এক অভিনব কাজে নেমেছেন অমিত দাস নামে এক চল্লিশ বছরের ব্যক্তি। তাঁর কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে তাঁর তত্বাবধানে অনেকেই এখন বাড়ির ছাদে টবের মধ্যে আম জাম কাঁঠাল লিচু ডালিম সহ বিভিন্ন ফল ফুলের চাষ করছেন।

শৈশবে স্কুলের কর্ম শিক্ষায় গাছের চারা নিয়ে কিছু মডেল বা কাজ করেছিলেন। সেই নেশা তাঁকে দিনের পর দিন গাছের প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি করে। সেই নেশা আজ তাঁর পেশায় পরিনত। শিলিগুড়ি ইস্টার্ন বাইপাশের ঢাকেশ্বরী কালিমন্দির মাঠের গায়েই রয়েছে জলপাইগুড়ি এগ্রি হর্টি নার্সারি। সেখানেই বিগত দুবছর ধরে অমিতবাবু তাঁর ভাইকে সঙ্গে নিয়ে খুলেছেন এই নার্সারি। সেখানে বিভিন্ন রকম ফুল ও ফলের চারা পাওয়া যাচ্ছে। কুড়ি টাকা থেকে শুরু করে দুহাজার টাকা পর্যন্ত কোন গাছের চারা চাই আপনার, সব তৈরি। প্রতিদিন প্রচুর গাছের চারা তৈরি করছেন তিনি। তারপর নার্সারি থেকে তা বিক্রি হচ্ছে। সকাল সাড়ে নটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত খোলা থাকে সেই নার্সারি। ৯৪৩৪৯৮৩৮৮৪ এবং ৯৪৭৫০৭২৬০৭ নম্বরে কল করে আপনি পৌঁছে যেতে পারেন সেই নার্সারিতে। তারপর পছন্দ করে দেখেশুনে আপনি গাছের চারা সংগ্রহ করতে পারেন।

দূরদূরান্তের বহু মানুষ সেই নার্সারিতে ভিড় করছেন গাছের চারার জন্য। অমিতবাবু জানালেন, চারদিকে সবুজ পরিবেশ তৈরির জন্যই তাঁর এই যুদ্ধ এবং অভিনব কিছু প্রয়াস। সবুজায়নের জন্য কিছু কিছু গাছের চারা তিনি বিনামূল্যেও বিতরন করেন। কেউ যদি জৈর সারও সংগ্রহ করতে চান বা জৈব সার দেওয়া গাছের বাগান করতে চান তার জন্যও সহযোগিতা করতে প্রস্তুত অমিতবাবু। তাঁর কাছে শুধু নানা প্রজাতির গাছের চারাই নয়, বিভিন্ন সারও পাওয়া যায়। এ এক অসাধারণ উদ্যোগ। আজকের সময়ে উষ্ণায়ন এক বড় চ্যালেঞ্জ সকলের কাছে। সেখানে সবুজ পরিবেশ তৈরির জন্য অমিতবাবুর এই প্রয়াসের তারিফ করেন সকলেই।